রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১২, ২০২৩

৬ষ্ঠ খণ্ড

প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকরি কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অফিস আদেশ

তারিখ: ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

নং ৮২.০০.০০০০.০৪১.৫৪.৫৬৮.২২-৭৭—বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল মহোদয় সদয় হয়ে এপ্রিল/২০২২ মাসে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় হিসাবরক্ষক (ডিএ) ২য় পর্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪৬ জন কর্মচারীকে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২২-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৮০.০০.০০০০.১১৪.০১২.২০.২৩.৪০০ এর মাধ্যমে প্রদত্ত সুপারিশ এবং শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে জাতীয় বেতন স্কেল/২০১৫ এর ১৬০০০—৩৮৬৪০ টাকা বেতন স্কেলে বিভাগীয় হিসাবরক্ষক (ডিএ) পদে পদোন্নতি প্রদান করেছেন।

ক্রমিক নং	গ্রেডেশন নং	পরীক্ষার্থীর নাম ও পদবি	বর্তমান পদ ও কর্মরত অফিস
০১।	০১	জনাব অদুদ জামান হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক রাজবাড়ী গণপূর্ত বিভাগ, রাজবাড়ী।
০২।	০২	জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক হবিগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, হবিগঞ্জ।
০৩।	০৩	জনাব নাছিমা আক্তার রেখা হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক নেত্রকোনা গণপূর্ত বিভাগ, নেত্রকোনা।
০৪।	০৪	জনাব মোঃ ইমরান হোসেন অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক নোয়াখালী গণপূর্ত বিভাগ, নোয়াখালী।
০৫।	০৫	জনাব শাকিলা আফরোজ হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সওজ পরিবেশ বিভাগ, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬।	০৬	জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সড়ক বিভাগ, নরসিংদী।
০৭।	০৭	জনাব মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম সিনিয়র হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক শেরে বাংলানগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা।
০৮।	০৮	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন সিনিয়র হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক পিরোজপুর গণপূর্ত বিভাগ, পিরোজপুর।
০৯।	০৯	জনাব মোঃ মাহাফুজুল হক হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ।

ক্রমিক নং	গ্রেডেশন নং	পরীক্ষার্থীর নাম ও পদবি	বর্তমান পদ ও কর্মরত অফিস
১০।	১০	জনাব জান্নাত নূর আইরিন হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক বান্দরবান গণপূর্ত বিভাগ, বান্দরবান।
১১।	১১	জনাব মোঃ আলাউদ্দীন আহমেদ রকি অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সড়ক বিভাগ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১২।	১২	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, ময়মনসিংহ।
১৩।	১৩	জনাব মনিরুল ইসলাম অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক কক্সবাজার গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার।
১৪।	১৪	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সওজ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিভাগ, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৫।	১৫	জনাব এস. এম মোস্তফা হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সাভার গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা।
১৬।	১৬	জনাব তাপস কান্তি শর্মা হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক মাদারীপুর গণপূর্ত বিভাগ, মাদারীপুর।
১৭।	১৭	জনাব মোঃ মাসুদুর রশীদ অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক টাংগাইল গণপূর্ত বিভাগ, টাংগাইল।
১৮।	১৮	জনাব মোঃ হাসিবুল ইসলাম হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক নওগাঁ গণপূর্ত বিভাগ, নওগাঁ।
১৯।	১৯	জনাব মোঃ হাসান ইকবাল অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক শেরপুর গণপূর্ত বিভাগ, শেরপুর।
২০।	২০	জনাব মোঃ ওমর ফারুক অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সড়ক বিভাগ, লক্ষীপুর।
২১।	২১	জনাব বাবলু চৌধুরী অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক রাংগামাটি গণপূর্ত বিভাগ, রাংগামাটি।
২২।	২২	জনাব অর্পন প্রসাদ বোস অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সড়ক বিভাগ দোহাজারী, চট্টগ্রাম।
২৩।	২৩	জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করিম অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক লক্ষীপুর গণপূর্ত বিভাগ, লক্ষীপুর।
২৪।	২৪	জনাব মোঃ আরফান উদ্দীন চৌধুরী অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-২, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
২৫।	২৫	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক রংপুর গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।
২৬।	২৬	জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ।
২৭।	২৭	জনাব ইমাম হাসান অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক ফেনী গণপূর্ত বিভাগ, ফেনী।
২৮।	২৮	জনাব মোঃ আব্দুস সোবাহান অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া।

ক্রমিক নং	গ্রেডেশন নং	পরীক্ষার্থীর নাম ও পদবি	বর্তমান পদ ও কর্মরত অফিস
২৯।	২৯	জনাব কে.এ. এইচ. এম. তারেক অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক গণপূর্ত বিভাগ-৩, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৩০।	৩০	জনাব মোহাম্মদ কবির হোসেন অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক নরসিংদী গণপূর্ত বিভাগ, নরসিংদী।
৩১।	৩১	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সড়ক বিভাগ, নেত্রকোনা।
৩২।	৩২	জনাব অমিতাভ দত্ত হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, সিলেট।
৩৩।	৩৩	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সিরাজগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, সিরাজগঞ্জ।
৩৪।	৩৪	জনাব মোঃ রোবেল মিয়া অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক ফরিদপুর গণপূর্ত বিভাগ, ফরিদপুর।
৩৫।	৩৫	জনাব মোঃ ফয়সাল আহমেদ অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক চাঁদপুর গণপূর্ত বিভাগ, চাঁদপুর।
৩৬।	৩৬	জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, রাংগামাটি।
৩৭।	৩৭	জনাব মোঃ জাহিদি-উন-নবী অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক নীলফামারী গণপূর্ত বিভাগ, নীলফামারী।
৩৮।	৩৮	জনাব মোঃ আবুল বাশার অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক শরিয়তপুর গণপূর্ত বিভাগ, শরিয়তপুর।
৩৯।	৩৯	জনাব জোবায়িদ হোসেন অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সুনামগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, সুনামগঞ্জ।
৪০।	৪০	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক মানিকগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, মানিকগঞ্জ।
৪১।	৪১	জনাব মোঃ সাজ্জাদ উল্লাহ অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, গাজীপুর।
৪২।	৪২	জনাব সাবির হোসেন খান অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক বগুড়া গণপূর্ত বিভাগ, বগুড়া।
৪৩।	৪৩	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক পটুয়াখালী গণপূর্ত বিভাগ, পটুয়াখালী।
৪৪।	৪৪	জনাব মিনহাজ আবেদীন হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সওজ, কারখানা বিভাগ, ময়মনসিংহ।
৪৫।	৪৫	জনাব মোহাম্মদ হানিফ মিঞা সিনিয়র হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, কুমিল্লা।
৪৬।	৪৬	জনাব মোঃ এনামুল হক হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক নাটোর গণপূর্ত বিভাগ, নাটোর।

এ আদেশ ২২-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

তাসলিমা সুলতানা
অতিঃ উপ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (পার্সোনেল)।

খাদ্য অধিদপ্তর
তদন্ত ও মামলা শাখা, প্রশাসন বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩১ আগস্ট ২০২৩ খ্রি.

নং ১৩.০১.০০০০.০৩৩.২৭.০৪৮.২২-৭৫১—যেহেতু জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, সহকারী ব্যবস্থাপক এবং আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত, দিনাজপুর সিএসডি, দিনাজপুর হিসেবে কর্মকালে গত ০৬-০৩-২০২২ খ্রি. সকাল ১০.২০-১০.৩৫ ঘটিকার মধ্যে জনাব মোঃ আবদুল আহাদ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুরকে মোবাইল ফোনে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজসহ প্রাণ নাশের হুমকি প্রদান করেন। যা ২১-০৩-২২ খ্রি. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দিনাজপুর দপ্তরে অনুষ্ঠিত তদন্তে সঠিক মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দিনাজপুরে এসে উদ্ধত আচরণ প্রদর্শন ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ধমক দিয়ে কথা বলার অভিযোগ তদন্তে সঠিক মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

যেহেতু, তিনি ২৯-১২-২০২১ খ্রি. আনুমানিক সকাল ১১.০০ টায় জ্বলন্ত সিগারেট হাতে ধুমপান করতে করতে আপাতদৃষ্টিতে মাতাল অবস্থায় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দিনাজপুরে কর্মরত উচ্চমান সহকারী জনাব মোঃ রবিউল ইসলামের অফিস কক্ষে প্রবেশ করে দরজা-জানালা বন্ধ করে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজসহ তাকে ক্ষত করার উদ্দেশ্যে জানালার প্রটেকশনের লাঠি দ্বারা আক্রমন করে তাকে লাঞ্ছিত করেন। পরবর্তীতে জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম এর আহবানে তাকে সাহায্য করতে আসা তার সহকর্মী জনাব মোঃ মনজুরুল আলম, উচ্চমান সহকারী এর উপরও অতর্কিতভাবে হামলা করে তার শার্টের কলার ধরে তাকে লাঞ্ছিত করেন এবং অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করেন; এবং

যেহেতু, তিনি খাদ্য পরিদর্শক সমিতির কেন্দ্রিয় নেতার পরিচয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুর এর সাথে ২৮-০৩-২০২২ খ্রি. অনৈতিক সুবিধা গ্রহণের প্রয়াসে অশোভন আচরণ করেন। এছাড়া দিনাজপুর সিএসডিতে যোগদানের পর হতেই অনৈতিক সুবিধা গ্রহণের প্রচেষ্টা হিসেবে তিনি দিনাজপুরের খাদ্য বিভাগীয় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে অসদাচারণ করে আসছেন এবং নানা ধরনের হুমকি-ধামকি প্রদান ও অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণের ভয় দেখিয়ে দিনাজপুর জেলার খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মনে ভীতি সঞ্চারের প্রয়াস চালিয়েছেন; এবং

যেহেতু,তার দাম্ভিকতা ও ক্ষমতার ভয়ে দিনাজপুর জেলার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অস্বস্তিকর ও ভীতিময় জীবন যাপন করছেন মর্মে তদন্তকালে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তিনি তদন্ত চলাকালীন সময় সাক্ষী প্রদানকারী কিছু কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সাক্ষী প্রদান হতে বিরত রাখার মানসে মুঠোফোনে চাকরি চ্যুতি ও প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করেছেন। তার আচার-আচরণ ও ব্যবহার অস্বাভাবিক মর্মে তদন্তকালে সাক্ষী প্রদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছেন; এবং

যেহেতু, তিনি তদন্তকালে অপ্রাসঙ্গিক ও বেআইনিভাবে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুরকে উদ্দেশ্য করে অতিরিক্ত বরাদ্দের নামে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ ও খারাপ মানের খালি বস্তা সিএসডিতে গ্রহণের জন্য যে আপত্তিকর বক্তব্য তুলে ধরেছেন; তা তিনি নিজের অপকর্ম ডাকার জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুরকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে করেছেন মর্মে তদন্তে প্রতীয়মান হয়েছে; এবং

যেহেতু, উপর্যুক্ত কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) ও (ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে আনীত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্তৃক বিভাগীয় জবাব মামলার দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫-১০-২০২২ খ্রি. তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে ঘটনা প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ সেলিমুল আজম, অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর , ঢাকাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত প্রতিবেদনে জনাব জাহাঙ্গীর হোসেনের বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী 'অসদাচারণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

সেহেতু, অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্তের বিভাগীয় মামলার লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী 'অসদাচারণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, সহকারী ব্যবস্থাপক, নারায়ণগঞ্জ সিএসডি, নারায়ণগঞ্জ প্রাক্তন সহকারী ব্যবস্থাপক এবং আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত, দিনাজপুর সিএসডি, দিনাজপুর এর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে তাকে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করে নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ

নং ৫৫.১২.০০০০.১০৪.১১.০০১.২৩-৮৯৮—জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৯ম গ্রেডের নিম্নবর্ণিত পদসমূহে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর টাকা ২২০০০-৫৩০৬০/- ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিদ্যমান চাকরি বিধিমালার অন্যান্য সুবিধাদিসহ নিম্নোক্ত প্রার্থীদেরকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রদান করা হলো :

ক্র. নং	পদের নাম	নাম ও স্থায়ী ঠিকানা	রোল নম্বর
১.	সহকারী পরিচালক (তথ্য প্রযুক্তি)	নাম-মোঃ রাকিব হোসেন পিতা- মোঃ মোশারফ হোসেন বাসা/ হোল্ডিং:৪১১, গ্রাম: পশ্চিম দুর্গাপুর, ডাকঘর: দুর্গাপুর-৮৫০০, থানা: পিরোজপুর সদর, জেলা: পিরোজপুর	১৫০০২৪৩
২.	সহকারী পরিচালক (আইন)	নাম-ইফতেখার উদ্দিন পিতা: আইয়ুব আলী বাসা/হোল্ডিং: এইচ এন হাইটস, গ্রাম: পশ্চিম নাসিরাবাদ সরাইপাড়া, ডাকঘর: পাহাড়তলী-৪২০২, থানা: পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম সিটিকর্পোরেশন, জেলা: চট্টগ্রাম	১৭০০০৮৮
৩.	জনসংযোগ কর্মকতা	নাম-ইউশা রহমান পিতা: মোঃ আতিকুর রহমান গ্রাম: তেরপাকি, ওয়ার্ড নং-০৪, ডাকঘর: নেপালতলী, উপজেলা: গাবতলী, জেলা: বগুড়া	১৯০০১১৬
৪.	সহকারী পরিচালক (সমাজ সেবা এবং কাউন্সিলিং)	নাম-মোঃ তানবিবুল ইসলাম পিতা: মোঃ মকছেদ আলী মোল্লা গ্রাম: কালিনগর, ডাকঘর: করান্দি-৭৬১১, থানা: শ্রীপুর, জেলা: মাগুরা	১৩০০০৯৮
৫.	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	নাম-মোঃ শাহিদুল ইসলাম পিতা: মোঃ এমদাদুল ইসলাম মোল্লা বাসা/ হোল্ডিং: পূর্ব বাজার, গ্রাম: হাসনাবাদ, ডাকঘর: বাজার হাসনাবাদ-১৬৩১, থানা: রায়পুরা, জেলা: নরসিংদী	১১০০১৮০
৬.	সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	নাম- মোঃ রুহুল আমিন পিতাঃ নুর মোহাম্মদ গ্রাম: আন্ধার মানিক, নয়াপুর, ডাকঘর: বরাব-১৪১১, থানা: সোনারগাঁও, জেলা: নারায়ণগঞ্জ	১২০০০৪৪
৭.	সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	নাম- মোঃ আনোয়ার হোসেন পিতা-মোঃ নয়ন মিয়া গ্রাম: জলশুকা, ডাকঘর: শ্যামগঞ্জ-২৪১১, থানা: পূর্বধলা, জেলা: নেত্রকোনা	১২০০২২১
৮.	সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	নাম- মোঃ মোজাফফর হোসেন পিতাঃ মকবুল হোসেন বাসা/হোল্ডিং: গনিহাজীপাড়া, গ্রাম: গনিহাজীপাড়া, ডাকঘর: কায়েমপুর-৫২৩০, থানা: খানসামা, জেলা: দিনাজপুর	১২০০৩৬৭

ক্র. নং	পদের নাম	নাম ও স্থায়ী ঠিকানা	রোল নম্বর
৯.	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	নাম-প্রমা প্রনতি পিতা-পরিমল চন্দ্র কুন্ডু গ্রাম: নিজ বাজিতপুর, ডাকঘর: দত্তকেন্দুয়া-৭৯০১, থানা: মাদারীপুর সদর, জেলা: মাদারীপুর	১৪০০০৪৭
১০.	সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	নাম-তাকী বিল্যাহ্ পিতা- মোঃ শরাফত আলী গ্রাম: কল্যাণপুর, ডাকঘর: নারহট্ট-৫৮৭০, থানা: কাহালু, জেলা: বগুড়া	১৬০০০১০

২। এ নিয়োগের প্রারম্ভিক ২ (দুই) বছর শিক্ষানবিশকাল হিসেবে গণ্য হবে। এই প্রারম্ভিক শিক্ষানবিশকালে তাঁদের কার্যকলাপ ও আচরণ সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হলে তাঁর শিক্ষানবিশকালের মেয়াদ বর্ধিত করা হবে। শিক্ষানবিশের মেয়াদ (বর্ধিত মেয়াদ থাকলে তাসহ) সমাপন্তে তাঁদের আচরণ ও কার্যকলাপ সন্তোষজনক না হলে কিংবা তাঁদের কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই মর্মে প্রতীয়মান হলে বা পুলিশী প্রতিবেদন সন্তোষজনক না হলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাঁদের চাকরির অবসান ঘটাতে পারবেন।

৩। চাকরিতে যোগদানের সময় তাঁদেরকে সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত শারীরিক যোগ্যতার (Physical fitness) সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। চাকরিতে যোগদানের পর পুলিশী তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য নির্দিষ্ট ফরম পূরণপূর্বক দাখিল করতে হবে।

৪। এ নিয়োগ আদেশে সুনির্দিষ্ট নেই এরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০১৯ এবং এ কমিশন কর্তৃক ভবিষ্যতে প্রণীতব্য বিধি বিধান দ্বারা তাঁদের চাকরি নিয়ন্ত্রিত হবে।

৫। এ নিয়োগপত্র জারির তারিখ হতে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস অর্থাৎ আগামী ২৪-০৯-২০২৩ তারিখের মধ্যে চাকরিতে যোগদানে ব্যর্থ হলে তাঁদের নিয়োগ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং যোগদানের তারিখ হতে তা কার্যকর হবে।

নারায়ণ চন্দ্র সরকার
সচিব (যুগ্মসচিব)।

বন অধিদপ্তর
প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ আগস্ট ২০২৩ খ্রি.

নং ২২.০১.০০০০.০০৭.০৫.৫২৭.১৯.১৫২৪—বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২২ আগস্ট ২০২৩ তারিখের ৮০.০০.০০০০ .১১০.১২.০০৮.২৩-২১১ নম্বর স্মারকে সুপারিশকৃত এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ২৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের ২২.০০.০০০০.০৬৮.১২.০০৩.২০২২-২৬৫ স্মারকের প্রেক্ষিতে বন অধিদপ্তরের নিম্নোক্ত সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটরগণকে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর ১৬০০০—৩৮৬৪০/-টাকা স্কেলে (১০ম গ্রেড) রাজস্বখাতে প্রশাসনিক কর্মকর্তার শূন্য পদে পদোন্নতি প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	জন্ম তারিখ	বর্তমান কর্মস্থল
১.	জনাব মুক্তা মনি সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১-০১-১৯৯০	বন ব্যবস্থাপনা উইং, বন অধিদপ্তর বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা
২.	জনাব মোঃ ফারুক হোসেন সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১-০১-১৯৮৯	প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী
প্রধান বন সংরক্ষক (চ.দা.)।

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: 08-AUG-23

নং **আরজেএসডি/ডি,এন/16364**—কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ (৩) ধারা অনুযায়ী এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাচ্ছে যে, CENTRO SECURITY SERVICES LTD. [C-87471] নামীয় কোম্পানিটি ব্যবসা চালাচ্ছে কিনা বা কোম্পানির কার্যক্রম চালু আছে কিনা তা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এর বিপরীতে কোনো কারণ দর্শানো না হলে অত্র কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হতে কেটে দেয়া হবে এবং কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

Md. Rokib Ahmad Rony
Assistant Register
নিবন্ধকের পক্ষে।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: 15 JUN-23

নং **আরজেএসডি/ডি,এন/16323**—কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ (৩) ধারা অনুযায়ী এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাচ্ছে যে, RAHIL`S MEDIA LTD. [C-103605] নামীয় কোম্পানিটি ব্যবসা চালাচ্ছে কিনা বা কোম্পানির কার্যক্রম চালু আছে কিনা তা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এর বিপরীতে কোনো কারণ দর্শানো না হলে অত্র কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হতে কেটে দেয়া হবে এবং কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

Md. Harun Or Rashid
Assistant Registar
নিবন্ধকের পক্ষে।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ আগস্ট ২০২৩ খ্রি.

নং **১৫.৫৬.০০০০.০০১.১৯.০৫৩.২৩.১৭৫৫**—গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ের সহকারী তথ্য অফিসার জনাব রায়হানা বেগম-এর এস,এস, সি সনদপত্র অনুযায়ী জন্ম তারিখ ০১-০৯-১৯৬৪ খ্রি। সে অনুযায়ী তাঁর বয়স ৩১-০৮-২০২৩ খ্রি. ৫৯ (উনষাট) বছর পূর্ণ হবে। সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৪৩ এর ১ (ক) উপধারা অনুযায়ী ৫৯ (উনষাট) বছর পূর্তিতে ৩১-০৮-২০২৩ খ্রি. তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে অবসর প্রদান করত: তাঁর অনুকূলে জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ এর ১০ (২) (ক) উপধারা অনুযায়ী ০১-০৯-২০২৩ থেকে ৩১-০৮-২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত গড়বেতনে ০১ (এক) বছর অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর করা হলো।

০২। সহকারী তথ্য অফিসার জনাব রায়হানা বেগম-এর অবসর উত্তরছুটি মঞ্জুরের পর ১৮ মাসের ছুটি প্রাপ্য থাকায় জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ এর ১০(২) (খ) উপধারা অনুযায়ী মূল বেতন ২৭,৪৩০/-(সাতাশ হাজার চারশত ত্রিশ) টাকা হারে ১৮ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ (২৭,৪৩০×১৮)=৪,৯৩,৭৪০/- (চার লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশত চল্লিশ) টাকা লাম্পগ্র্যান্ট হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

০৩। লাম্পগ্র্যান্টের অর্থ গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১৩৩০৩০১১১৯০০৪-৩১১১১১০ ছুটি নগদায়ন বেতন (অফিসার) খাত হতে নির্বাহ হবে।

মোঃ নিজামূল কবীর
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)।

বাংলাদেশ পুলিশ
এন্টি টেররিজম ইউনিট

আদেশাবলি

তারিখ: ২২ আগস্ট ২০২৩ খ্রিঃ

নং ৪৪.০১.০০০০.৯৮৫.০০১.০১৫.২০২৩ (নথি-০৪)-১৫২—জনাব মোঃ আশিকুর রহমান, পিপিএম, বিপি-৮০০৩১২১৯০২, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, অফিসার ইনচার্জ, নাগেশ্বরী থানা, কুড়িগ্রাম (সাবেক অফিসার ইনচার্জ, গোয়ালন্দঘাট থানা, রাজবাড়ী) এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অর্থাৎ গত ০৬-০৪-২০২০ খ্রিঃ তারিখ ওসি সাহেবের নির্দেশে এসআই (নিঃ)/ মোঃ জাকির হোসেন অত্র অভিযোগকারীর ভাই (১) ফরিদ শিকদার সহ, (২) রুবেল শিকদার, (৩) সালাম শেখ, (৪) জসিম সর্দার, দের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। অতপরঃ তাদের ছেড়ে দেয়ার জন্য ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দাবি করা হয়। পরবর্তীতে তারা কাশেম মেম্বার ও অন্যান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে ২৬,০০০/- (ছাব্বিশ হাজার) টাকা প্রদান করলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা আদায় পূর্বক তাদের সবাইকে ছেড়ে দেন।

এতদ্‌বিষয়ে জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, পুলিশ সুপার (পিবিআই), ফরিদপুর অনুসন্ধান করতঃ প্রতিবেদন দাখিল করেন। অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন-পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) মোঃ আশিকুর রহমান, পিপিএম, সাবেক অফিসার ইনচার্জ, ঘোয়ালন্দঘাট থানা, রাজবাড়ী কর্তৃক গোয়ালন্দঘাট থানা এলাকায় মোবাইল-৪ ডিউটিতে নিয়োজিত এসআই (নিঃ)/ মোঃ জাকির হোসেন এর মাধ্যমে গত ০৪-০৬-২০২০ খ্রিঃ তারিখ রাতে অভিযোগে বর্ণিত ব্যক্তিদের দৌলতদিয়া ঘাট এলাকার বিভিন্ন স্থান হইতে গ্রেফতার করে থানা হেফাজতে আটক রাখেন। আটক সংক্রান্তে হাজতখানা রেজিস্টার/জিডিতে কোনোরূপ এন্ট্রি না করে পরের দিন অর্থাৎ গত ০৫-০৬-২০২০ খ্রিঃ তারিখ আটককৃত ব্যক্তিদের অভিভাবকগণের নিকট হতে দৌলতদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার (মো: কাশেম খান @ কাশেম) এর মাধ্যমে ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা গ্রহণ করে থানা এলাকায় মোবাইল ডিউটিতে কর্মরত এসআই (নিঃ) / দেওয়ান শামীম খানের মাধ্যমে আটককৃতদের উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি), গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী অফিসে প্রেরণ করত: মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে প্রত্যেক'কে ৩,০০০ টাকা অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা করে ছেড়ে দেয়ার বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সত্যতা পাওয়া যায়।

অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় অ্যাডিশনাল ডিআইজি (ডিএন্ডপিএস-১), পুলিশ হেডঃ ঢাকা কর্তৃক তার কৈফিয়ত তলব করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড-পত্রাদি এআইজি (পিএম-২) পুলিশ হেডঃ ঢাকা বরাবর প্রেরণ করেন।

অতঃপর জনাব মোঃ আশিকুর রহমান, পিপিএম, গত ১০-০৫-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানিতে হাজির হয়ে নিজ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন থানা-এলাকায় বিভিন্ন পুলিশি সেবা প্রদানপূর্বক তিনি পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জল করেছেন। কিছু দালাল শ্রেণীর লোক সুবিধা করতে না পারায় ষড়যন্ত্র করে তার বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ দাখিল করেছেন। দখল অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট। তিনি অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন, কৈফিয়তের লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড-পত্রাদি পর্যালোচনা করা হলো। পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযোগে আটককৃত ব্যক্তিদের তিনি থানা হাজতে রাখেন কিন্তু এ বিষয়ে কোনো জিডি এন্ট্রি করেননি। এছাড়া অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও সাক্ষীদের জবানবন্দি পর্যালোচনায় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় আটককৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তার উৎকোচ গ্রহণের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়।

জনাব মোঃ আশিকুর রহমান, পিপিএম, এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগটি অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও রেকর্ড-পত্র পর্যালোচনায় প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা,২০১৮ এর বিধি-৩(খ) এ বর্ণিত **"অসদাচরণ"** এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় তাকে একই বিধিমালার বিধি-৪(১)(ক) এ বর্ণিত **"লঘুদণ্ড"** প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

এক্ষণে জনাব মোঃ আশিকুর রহমান, পিপিএম, বিপি-৮০০৩১২১৯০২, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, অফিসার ইনচার্জ, নাগেশ্বরী থানা, কুড়িগ্রাম (সাবেক অফিসার ইনচার্জ, গোয়ালন্দঘাট থানা, রাজবাড়ী)'কে **"অসদাচরণ"** এর দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(২)(খ) মোতাবেক **"লঘুনণ্ড"**হিসেবে **"০৩ (তিন) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা"**র আদেশ প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি এ বিষয়ে কোনো প্রকার বকেয়া সুবিধাদি প্রাপ্ত হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০১.০০০০.৯৮৫.০০১.০১৫.২০২৩ (নথি-১১)-১৫৪—জনাব রফিক উল্লাহ, বিপি-৭০৯৫০৪২৮২৩, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, সিটিএসবি, সিএমপি, চট্টগ্রাম (সাবেক ইনচার্জ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, নারায়ণগঞ্জ, সাব-জোন, ঢাকা রিজিয়ন) এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অর্থাৎ গত ২৬-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখ জনাব মুহাম্মদ মিনহাজুল ইসলাম, বিপি-৭৮০৮১২১৫৬১, অতিঃ পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা জোন, নারায়ণগঞ্জ আকস্মিক পরিদর্শনকালে উক্ত সাব-জোনের ইনচার্জ অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক'কে কর্মস্থলে অনুপস্থিত পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সাব-জোনের অন্যান্য অফিসারদের জিজ্ঞাসা করলে-তারা তাকে দেখেননি এবং চিকিৎসার জন্য তিনি হাসপাতালে যাচ্ছেন বলে কয়েকজন জানায়। অতঃপর অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শকের ব্যক্তিগত ও সরকারি মোবাইল নং ০১৭৪৭-১১০১৩৫ ও ০১৩২০-১৫৮১৮৫ এর রেডিও লোকেশন পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি চট্টগ্রাম অবস্থান করছেন।

জনাব মুহাম্মদ মিনহাজুল ইসলাম, অতিঃ পুলিশ সুপার, পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা রিজিয়ন বরাবর অনুপস্থিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। অত:পর জনাব সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু, বিপি-৭৪০১১১৭৩১১, পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা বিস্তারিত প্রতিবেদনসহ ডিআইজি, ট্যুরিস্ট পুলিশ বরাবর মতামত প্রদান করেন যে, "অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক জনাব রফিক উল্লাহ নিজের ইচ্ছা ও স্বেচ্ছাচারী মনোভাব পোষণ করে খেয়াল খুশি মত চলাফেরা করেন। নারায়ণগঞ্জ সাব-জোনের ইনচার্জ ও পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) পদমর্যদার একজন কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ ব্যতিরেকে তিনি কর্মস্থল ত্যাগ করেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ঢাকা জোন নারায়ণগঞ্জ সাব-জোন পরিদর্শন করার বিষয়ে তাকে পূর্বেই অবগত করা সত্ত্বেও তিনি নিজ কর্মস্থলে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকেন। তাছাড়া প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তার কৈফিয়ত তলবের জবাবে উল্লেখ করেন তিনি পিআরএল এ যাওয়ার জন্য পুলিশ হেড কোয়াটার্সে আবেদন প্রেরণ করেছেন। তার এহেন কর্মকাণ্ড বিভাগীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থি, দায়িত্বে অবহেলা, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য এবং অসদাচরণের শামিল।

তদপ্রেক্ষিতে ডিআইজি, ট্যুরিস্ট পুলিশ অভিযুক্ত জনাব রফিক উল্লাহর বিরুদ্ধে কর্মস্থলে গরহাজির সংক্রান্তে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এআইজি (পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট-২), পুলিশ হেডকোয়াটার্স ঢাকা বরাবর উত্থাপিত অভিযোগ সংক্রান্তে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রেরণ করেন।

এতদ্সংক্রান্তে জনাব রফিক উল্লাহ, বিপি-৭০৯৫০৪২৮২৩, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক গত ১৫-০৬-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানিতে হাজির হন। তার বক্তব্য শ্রবণ করা হয়। তিনি বলেন শারীরিকভাবে অসুস্থ হওয়ায় তিনি চিকিৎসার জন্য চলে গিয়েছিলেন। তিনি ভুল করেছেন শিকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতির আবেদন করেন।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সংক্রান্তে প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন, কৈফিয়তনামার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য ও অন্যান্য রেকর্ড-পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি গত ২৪-১২-২০২০ খ্রিঃ হতে ২৬-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন।

এমতাবস্থায়, জনাব রফিক উল্লাহ, বিপি-৭০৯৫০৪২৮২৩, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ রেকর্ড-পত্র পর্যালোচনায় ও তার স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩ (খ) বর্ণিত **"অসদাচরণ"**এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনা করত: সার্বিক বিবেচনায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(১)(ক) এ বর্ণিত **"লঘুদণ্ড"** প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এক্ষণে, জনাব রফিক উল্লাহ, বিপি-৭০৯৫০৪২৮২৩, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, সিটিএসবি, সিএমপি, চট্টগ্রাম (সাবেক ইনচার্জ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, নারায়ণগঞ্জ সাব-জোন, ঢাকা রিজিয়ন)'কে **"অসদাচরণ"**এর দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(২)(ক) মোতাবেক **"লঘুদণ্ড"**হিসেবে **"তিরস্কার"** এর আদেশ প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০১.০০০০.৯৮৫.০০১.০১৫.২০২৩(নথি-১৪)-১৫৫—জনাব এসএম মঈনুদ্দীন, বিপি-৮০০৬১০৫৮৩১, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, অফিসার ইনচার্জ, কালাই থানা, জয়পুরহাট, (সাবেক এসআই/নিরস্ত্র, চাটমোহর থানা, পাবনা) এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অর্থাৎ বাদী আবুল হোসেনের পুত্র আব্দুল্লাহ আল নুর নিখোঁজ হওয়ার পর তার মোবাইল ফোনে ২ টি সিম নম্বর হতে অচেনা কণ্ঠস্বরে ১৫,০০,০০০/-(পনের লক্ষ) টাকা মুক্তিপণ দাবী করেন। উক্ত ঘটনা সংক্রান্তে চাটমোহর থানার মামলা নং ২৩(৬)১৪ রুজু হলে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে জনাব এসএম মঈনুদ্দীন, বিপি-৮০০৬১০৫৮৩১' কে নিযুক্ত করা হয়। তিনি মামলাটির তদন্তকালে ২ টি সিমের মধ্যে একটি সিম নম্বরের মালিকানা সঠিক পাওয়া যায়, যার মালিকের নাম মোঃ ইয়াছিন আলী। তিনি উক্ত ইয়াছিন আলীকে গ্রেফতার করেন এবং দাখিলকৃত অভিযোগপত্রে ইয়াছিন আলীকে Not Sent up করেন। তিনি ইয়াছিন আলীকে কেন এ মামলায় গ্রেফতার করেছেন বা তাকে কেন সাক্ষী করা হয়নি অথবা তাকে অব্যাহতির সুপারিশ কেন করা হলো দাখিলকৃত অভিযোগপত্রে কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। বিজ্ঞ বিচারক আদেশনামায় উল্লেখ করেন যে, এ বিষয়ে উপযুক্ত কারণ ব্যাখ্যা করা তদন্তকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব ছিল। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তকার্যে এরূপ গাফিলতি তার কর্তব্য কর্মে অবহেলা, অদক্ষতা এবং অযোগ্যতার শামিল। তার বিরুদ্ধে এতদ্‌বিষয়ে যথোপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করত: অবিলম্বে উল্লিখিত ট্রাইবুনালকে অবহিত করার জন্য ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ মহোদয়কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

অতঃপর জনাব এসএম মঈনুদ্দীন, বিপি-৮০০৬১০৫৮৩১, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সংক্রান্তে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর অধীনে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স , ঢাকার বিভাগীয় মামলা নং-৫৫, তারিখ: ০৩-০৯-২০২০ খ্রিঃ রুজু করত: অভিযোগনামা ও অভিযোগের ধারাবিবরণী প্রণয়ন করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থিত হয়ে মৌখিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন, কৈফিয়ত ও অভিযোগনামার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড-পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় সার্বিক বিষয় সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় আলোচ্য বিভাগীয় মামলাটি আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতঃ জনাব মোঃ শরাফত ইসলাম, বিপি-৮৩১৩১৫৯৪৮৯, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর), সিরাজগঞ্জ'কে তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রতিবেদন (Findings) দাখিল করেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন-প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ, আত্মপক্ষ সমর্থনের বক্তব্য ও ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা পর্যালোচনায় বাদী মোঃ আবুল হোসেন এর পুত্র আব্দুল্লাহ আল নুর নিখোঁজ হওয়ায় চাটমোহর থানার মামলা নং-২৩ তারিখ: ২৫-০৬-২০১৪ খ্রিঃ, ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী-২০০৩) এর ৭/৮/৩০ রুজু করতঃ অভিযুক্তকে মামলা তদন্তের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। একই তারিখে বাদীর মোবাইল ফোনে ০১৭৬৬-৩৮৭৫৮৯ ও ০১৭২১৭৪৮৩৬৪ নম্বর সিম হতে অচেনা কণ্ঠস্বরে ১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ টাকা) মুক্তিপণ দাবী করেন। এর মধ্যে একটি সিম নম্বরের (০১৭২১৭৪৮৩৬৪) মালিকানা সঠিক পাওয়া যায়, যার মালিকের নাম মোঃ ইয়াছিন আলী। অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক মামলাটি তদন্তকালে ইয়াছিন আলীকে গ্রেফতার করেন। তিনি চাটমোহর থানার অভিযোগপত্র নং-১৬৫, তাং-১২-০৯-২০১৪ খ্রিঃ, ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০(সংশোধনী-২০০৩) এর ৭/৮/৩০ তৎসহ ৩০২/২০১/৩৪ দঃ বিঃ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন। তার দাখিলকৃত অভিযোগপত্রে সিম কার্ডের মালিক ইয়াছিন আলীকে অব্যাহতি (Not Sent up) প্রদান করেন। কিন্তু ইয়াছিন আলীকে কেন এ মামলায় আসামী বা সাক্ষী করা হয়নি অথবা ইয়াছিন আলীকে অব্যাহতির সুপারিশ কেন করা হলো দাখিলকৃত অভিযোগপত্রে তিনি কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। অপহরণ ও হত্যা মামলার মতো গুরুত্বপূর্ণ মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যাখ্যা করা তার দায়িত্ব ছিল। বিভাগীয় মামলাটি তদন্তকালে অভিযুক্ত সাবেক এসআই (নিঃ) এসএম মঈনুদ্দীন, চাটমোহর থানা, পাবনার বিরুদ্ধে উল্লিখিত মামলাটির তদন্তে গাফিলতি, কর্তব্য কর্মে অবহেলা, অদক্ষতা এবং অযোগ্যতার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

তৎপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত জনাব এসএম মঈনুদ্দীন, বিপি-৮০০৬১০৫৮৩১, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক গত ১২-০৪-২০২২ খ্রিঃ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থিত হয়ে মৌখিক বক্তব্য প্রদান করেন। তার বক্তব্য সন্তোষজনক নয়।

বিভাগীয় মামলার নথি ও তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন (Findings), ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য ও আনুষঙ্গিক রেকর্ড-পত্রাদি পর্যালোচনা করা হলো। পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত ও পুলিশ পরিদর্শক মুক্তিপণের টাকা চাওয়ার সিমের মালিককে তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রেফতার করলেও তার বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়ায় অর্থাৎ ঘটনার বহুদিন পূর্বেই ইয়াছিন আলীর মোবাইল হারিয়ে যাওয়ায় তার মোবাইলের সিম ব্যবহার করে অপহরণকারীরা বাদীর নিকট চাঁদা দাবি করেছিল বিধায় তাকে মামলার অভিযোগপত্র হতে অব্যাহতি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে অভিযোগপত্রে বিস্তারিত উল্লেখ করেননি।

জনাব এসএম মঈনুদ্দীন, বিপি-৮০০৬১০৫৮৩১, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে আনীত উপরোক্ত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩(খ) বর্ণিত **"অসদাচরণ"** এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের **"গুরুত্ব"** ও প্রকৃতি বিবেচনায় তাকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

এমতাবস্থায়, জনাব এসএম মঈনুদ্দীন, বিপি-৮০০৬১০৫৮৩১, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, অফিসার-ইনচার্জ, কালাই থানা, জয়পুরহাট (সাবেক এসআই/নিরস্ত্র, চাটমোহর থানা, পাবনা)'কে **"অসদাচরণ"**এর দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(২)(খ) মোতাবেক **"লঘুদণ্ড"** হিসেবে ০১ (এক) বছরের জন্য "বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা"র আদেশ প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি এ বিষয়ে কোনো প্রকার বকেয়া সুবিধাদি প্রাপ্ত হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০১.০০০০.৯৮৫.০০১.০১৫.২০২১-৪৮ (নথি) ১৪৯—জনাব মোঃ ইলিয়াস তালুকদার, বিপি ৮০০৮১২০৯৭৮, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, ডিএসবি, খুলনা (সাবেক অফিসার-ইনচার্জ, বামনা থানা, বরগুনা) এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অর্থাৎ গত ৩১-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখ কক্সবাজার জেলাধীন টেকনাফ থানা এলাকার শামলাপুর তল্লাশী চৌকিতে মেজর (অবঃ) সিনহা মোঃ রাশেদ খান এর সহযোগী/ক্যামেরাম্যান সাইদুল ইসলাম সিফাত (২২), পিতা- মোঃ নুরুল মোস্তফা, সাং-পশ্চিম সফিপুর, থানা-বামনা, জেলা: বরগুনা'র মুক্তির দাবিতে গত ০৮-০৮-২০২০ খ্রিঃ সকাল অনুমান ১১.৩০ ঘটিকা থেকে ১১.৪৫ ঘটিকার মধ্যে বামনা থানাধীন-থানা বিএনপি অফিসের সামনে সদর রোডের উপর তার আত্মীয়-স্বজন ও স্থানীয়রা এক মানববন্ধন কর্মসূচীর আয়োজন করে। অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক মানববন্ধন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীদের সাথে অশোভনীয় শব্দ চয়ন করাসহ ইউনিফরর্ম পরিহিত একজন সহকর্মীকে লাঞ্ছিত করেন, যা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সোশ্যাল/প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছে। তিনি জনসম্মুখে ইউনিফর্ম পরিহিত সহকর্মীকে লাঞ্ছিত করে এবং মানববন্ধনকারীদের সাথে অশোভন শব্দ চয়ন করে অপেশাদার সুলভ আচরণ প্রদর্শন করেছেন।

এদতসংক্রান্তে অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর অধীনে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকার বিভাগীয় মামলা নং-১৯৫, তাং- ১৬-১১-২০২১ খ্রিঃ রুজু হয়।

অভিযোগ সংক্রান্তে প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন, অভিযুক্তের দাখিলকৃত কৈফিয়ত ও অভিযোগনামার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক রেকর্ড-পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে তা সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্ত করার জন্য জনাব আহমাদ মাঈনুল হাসান, বিপি-৮১১০১২৬৮৫৯, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ), পটুয়াখালী'কে তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন-"অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক প্রয়াত মেজর সিনহা এর সহযোগী সাইফুল ইসলাম সিফাত এর মুক্তির দাবীতে আয়োজিত মানববন্ধন ছত্রভঙ্গ করাকালীন জনসম্মুখে ইউনিফর্ম পরিহিত সহকর্মীকে লাঞ্ছিত করে বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেন এবং উক্ত বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ায় বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদারিত্ব নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দেয়। অফিসার ইনচার্জ হিসেবে অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শকের এ ধরনের কার্যক্রম শৃঙ্খলা পরিপন্থী, পেশাগত অদক্ষতা তথা অসদাচরণ মর্মে প্রতীয়মান হয়। তদন্তকালে অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীদের সাথে অশোভন শব্দচয়ন করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তবে ০৮-০৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখের মানববন্ধনের ভাইরাল হওয়া ভিডিও চিত্র পর্যবেক্ষণে অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক তার সহকর্মী এ এস আই (নিরস্ত্র)/ মোঃ নজরুল ইসলাম এর সাথে পোশাক পরিহিত অবস্থায় অশোভন আচরণ করার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছে। তার এরূপ বিধি-বর্হিভূত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-২(খ)এর (আ) এবং ২(খ) এর (উ) বিধির পরিপন্থী"।

তদন্ত প্রতিবেদন (Findings) এর প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক ব্যক্তিগত শুনানিতে হাজির হন। তিনি বলেন এএসআই নজরুল'কে ঘটনার সময় হাত দিয়ে সরাতে গিয়ে তার গায়ে হাত লাগে। ইচ্ছা করে তাকে চড়/থাপ্পর দেননি। তিনি অভিযোগের ঘটনাকে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি উল্লেখ করে নিজেকে নির্দোষ দাবি করতঃ তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতির প্রার্থনা করেন।

অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাদের রিপোর্ট এবং অনুসন্ধানকালে লিপিবদ্ধকৃত সাক্ষীদের জবানবন্দি, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদন(Findings), ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য ও আনুষঙ্গিক রেকর্ড-পত্রাদিসহ ফিজিক্যাল এভিডেন্স (প্রকাশ্যে ভাইরাল হওয়া ভিডিও চিত্র) বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হলো। পর্যালোচনায় অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক মানববন্ধন ছত্রভঙ্গ করাকালীন জনসম্মুখে মিডিয়ার উপস্থিতিতে পোষাক পরিহিত সহকর্মীকে থাপ্পর মারার বিষয়টি প্রমাণিত।

এক্ষণে, জনাব মোঃ ইলিয়াস তালুকদার, বিপি-৮০০৮১২০৯৭৮, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে আনীত উপরোক্ত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩(খ) বর্ণিত "অসদাচরণ" এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় তাকে "লঘুদণ্ড" প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এমতাবস্থায়, জনাব মোঃ ইলিয়াস তালুকদার, বিপি-৮০০৮১২০৯৭৮, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, ডিএসবি, খুলনা (সাবেক অফিসার-ইনচার্জ, বামনা থানা, বরগুনা)'কে "অসদাচরণ" এর দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(২)(ঘ) মোতাবেক **"লঘুদণ্ড"** হিসেবে "০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" এর আদেশ দান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে তিনি কোনো প্রকার বকেয়া সুবিধাদি প্রাপ্তি হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০১.০০০০.৯৮৫.০০১.০১৫.২০২৩ (নথি-০১)-১৫১—জনাব এ, কে, এম মিজানুল হক, বিপি-৭৫৯৯০৩১৭৫৭, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, লাইনওয়ার, গাজীপুর (সাবেক অফিসার ইনচার্জ, মিরপুর থানা, টাঙ্গাইল) এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অর্থাৎ তিনি টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার, অফিসার ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত থাকাকালে মির্জাপুর থানার এসআই(নিঃ)/ সোহেল কুদ্দুস'কে গত ২০-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ সাময়িক বরখাস্ত করা হলে তার নিকট হতে তদন্তাধীন মির্জাপুর থানার গুরুত্বপূর্ণ মামলার ডকেট জমা না নিয়ে ছাড়পত্র প্রদান করেন। ফলশ্রুতিতে মামলাসমূহ নিস্পত্তি করে বিজ্ঞ আদালতে যথাসময়ে দাখিল করা সম্ভব হয়নি। তার নিকট থাকা ০৭ টি মামলার মধ্যে (১) মামলা নং-০২, তারিখ-০৩-০৯-১৮, জিআর-২৫৫/১৮, ধারা-মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) এর ৯(ক)/১(ক)/২৩/২৬ এর ডকেট খসড়া মানচিত্র এবং সূচিপত্র ব্যতিরেকে নভেম্বর/১৯ মাসে কোর্টে জমা দেন, (২) মামলা নং-১৩, তারিখ-০৯-০৬-১৮, জিআর-

১৪৮/১৮ ধারা-বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫-বি১ বি/২৫ এর তদন্ত নিস্পত্তি করে বিজ্ঞ আদালতে আলামতসহ ডকেট জমা দেননি। অথচ উক্ত মামলাটি মির্জাপুর থানার অভিযোগপত্র নং-৩২১, তারিখ-১৫-১২-২০১৮ খ্রিঃ, ধারা-১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫-বি এর ১(বি)/২৫-ডি মূলে দাখিল করেন মর্মে থানার মূলতবি মামলার তালিকা হতে খারিজ দেখানো হয়। এক্ষেত্রে তিনি অফিসার ইনচার্জ হিসেবে মামলা নিস্পত্তি না হওয়ার পরও মিথ্যা বা ভুলতথ্য উপস্থাপন করেছেন। এই মামলাসহ অবিশিষ্ট ০৬ টি মামলার ডকেট এবং ০১ টি মামলার মানচিত্র এবং সূচিপত্র কোর্টে প্রেরণ করা হয়নি মর্মে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। মামলার প্রয়োজনীয় তথ্য না দেয়ায় বিজ্ঞ আমলী আদালত বিভিন্ন তারিখে ০৩ টি মামলার বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যাসহ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অফিসার ইনচার্জ, মির্জাপুর থানা'কে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বিজ্ঞ আদালতের আদেশনামা (অর্ডারশীট) বারবার প্রাপ্ত হলেও বর্ণিত মামলাগুলোর তদন্ত প্রতিবেদন বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় বিজ্ঞ আদালত তার নামে আদেশনামা (অর্ডারশীট) ইস্যু করেন। এতে বিজ্ঞ আদালতে বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।

দ্বিতীয়তঃ গত ১৯-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ এসআই (নিঃ)/ সোহেল কুদ্দুস মির্জাপুর থানায় কর্মরত থাকাকালীন রাত্রি অনুমান ২০.৩০ ঘটিকার সময় কুমুদিনী হাসপাতালে অপমৃত্যু ঘটনা সংক্রান্তে তদন্ত করার জন্য রওনা হন। তিনি অফিসার ইনচার্জ, মির্জাপুর থানা কিংবা ডিউটি অফিসারকে না জানিয়ে সাদা পোশাকে কয়েকজন লোক নিয়ে গেরামারা উত্তর পাড়া সাকিনস্থ জনৈক আলমাস এর বাড়ীতে গেলে ডাকাত সন্দেহে চিৎকার করে আশেপাশের লোকজন নিয়ে সোহেল কুদ্দুসসহ সকলকে আটক করেন। পরবর্তীতে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোঃ মোশাররফ হোসেন এর নেতৃত্বে অফিসার ফোর্স প্রেরণ করলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় এসআই (নিঃ) / সোহেল কুদ্দুসসহ তার সাথে থাকা আটককৃত লোকজনকে থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করেন। বিষয়টি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এবং সামাজিক গণমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় তোলে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশি সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন ঘটনাসহ যেকোনো ধরনের সহিংসতার বিষয় ডিএসবি ম্যানুয়াল অনুযায়ী অফিসার-ইনচার্জ নিজ হাতে লিখে সাপ্তাহিক গোপনীয় প্রতিবেদনে দাখিল করার নিয়ম থাকলেও পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নসহ আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে এমন ঘটনা গত ২০-২৬ জানুয়ারী ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেননি।

তৃতীয়তঃ গত ০৬-০২-১৯ খ্রিঃ তারিখ এএসআই (নিরস্ত্র)/ মোশরাফিকুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ সাদা পোশাকে মির্জাপুর থানা এলাকায় ওয়ারেন্ট তামিল ও মাদক উদ্ধারের জন্য রওনা হন। কালিয়াকৈর থানাধীন 'শিলাবৃষ্টি' ফিলিং স্টেশনের সামনে থেকে কালিয়াকৈর থানার এএসআই (নিঃ)/আব্দুল্লাহ আল মামুন এর সাথে যোগসাজসে একটি প্রাইভেটকারসহ ০৩ জনকে আটক করে ধেরুয়া রেলওয়ে ওভারব্রীজের নিচে এসে তাদের নিকট চাঁদা দাবী করেন। এ সংক্রান্তে কালিয়াকৈর থানার মামলা নং-২০, তারিখ- ০৮-০২-২০১৯ খ্রিঃ, ধারা ৩৪২/৩৬৫/৩৮৭/১৭০ পেনাল কোড রুজু হয়। উপরোক্ত ঘটনায় মির্জাপুর থানা এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। বর্ণিত ঘটনায় অফিসার-ইনচার্জ হিসেবে থানায় কর্মরত অফিসার-ফোর্সের প্রতি তার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিগত তদারকির যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে এবং অফিসার-ইনচার্জ হিসেবে তার কর্তব্যকর্মে চরম অবহেলা, গাফিলতি, ব্যর্থতা, পেশাদারিত্বের অভাব ও উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। ডিএসবি ম্যানুয়াল অনুযায়ী অফিসার-ইনচার্জ নিজ হাতে লিখে সাপ্তাহিক গোপনীয় প্রতিবেদন দাখিল করার নিয়ম থাকলেও ০৪ টি সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে অফিসার-ইনচার্জ এর হাতের লেখার গরমিল পরিলক্ষিত হয়।

চতুর্থতঃ তিনি জুন/২০১৯ মাসের মাসিক অপরাধ সভায় মূলতবি মামলার সংখ্যা দেখান ৯৩ টি, রেকর্ডপত্রে দেখা যায় মুলতবি থাকা মামলা সংখ্যা ১২১ টি যাতে মামলার পার্থক্য থাকে ২৮ টি (যা কোর্টের মাধ্যমে জানা যায়)। ইতিমধ্যে ০৬ টি মামলা খতিয়ান বহিতে খারিজ দেখিয়ে ডকেট কোর্ট-এ প্রেরণ করলেও অপর ২২ টি মামলা খারিজ দেখালেও মামলার ডকেট কোর্টে প্রেরণ করেননি। তিনি উপরোক্ত ঘটনায় অফিসার-ইনচার্জ হিসেবে মাসিক অপরাধ সভায় মামলা নিস্পত্তি সংক্রান্ত ইচ্ছাকৃত সঠিক তথ্য উপস্থাপন না করে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

এতদ্‌বিষয়ে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর অধীনে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকার বিভাগীয় মামলা নং-৭০, তারিখ-২৭-০৪-২০২২ খ্রিঃ রুজু করা হয়। আলোচ্য বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগনামা ও অভিযোগের ধারাবিবরণী অভিযুক্ত কর্মকর্তার প্রতি জারি করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি লিখিত জবাব দাখিল করতঃ গত ১৭-০৪-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানিতে হাজির হন। তার বক্তব্য শ্রবণ করা হয়। তিনি বলেন-তিনি পরিস্থিতির শিকার। থানায় বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে অনিচ্ছাকৃত তার কিছু ভুল-ত্রুটি হয়েছে মর্মে স্বীকার করেন। তিনি ক্ষমা চেয়ে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

নথিতে যুক্ত এসআই সোহেল কুদ্দুস আটক এর বিষয়ে গঠিত অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায়, টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার এসআই (নিঃ)/ মোঃ সোহেল কুদ্দুস গত ১৯-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ রাত্রী ২০.৩০ ঘটিকায় মির্জাপুর থানার জিডি নং ৮০২, তারিখ ১৯-০১-২০১৯ খ্রিঃ মূলে মির্জাপুর থানাধীন কুমুদিনী হাসপাতালে অপমৃত্যুর ঘটনা তদন্তের জন্য রওনা হন। কিন্তু তিনি অপমৃত্যুর ঘটনা তদন্ত না করে জিডিতে নোট না দিয়ে এবং অফিসার-ইনচার্জকে অবগত না করে থানার বাবুর্চী ও অন্যান্য পাবলিক নিয়ে মাদক উদ্ধারে গিয়ে জনসাধারণ কর্তৃক আটক হওয়ায় থানার অফিসার ফোর্সের প্রতি অফিসার-ইনচার্জের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিগত তদারকির যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। অপমৃত্যুর ঘটনা সংক্রান্তে কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করা সত্বেও অফিসার-ইনচার্জ তার বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন, কৈফিয়ত ও অভিযোগনামার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড-পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, অফিসার ইনচার্জ হিসেবে অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক জনাব এ কে এম মিজানুল হক তার থানায় কর্মরত অন্যান্য অফিসার ও ফোর্সের বিভিন্ন কার্যক্রম

নিয়ন্ত্রণে যথোপযুক্ত তদারকি করতে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট তথ্য উপস্থাপন করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শকের উল্লিখিত কার্যকলাপ দ্বারা এমন আচরণ প্রদর্শন করেছেন যা অকর্মকর্তাসুলভ, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলা, বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি , যা সার্বিক বিবেচনায় **"অসদাচরণের"** সামিল।

জনাব এ কে এম মিজানুল হক, বিপি-৭৫৯৯০৩১৭৫৭, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও রেকর্ড-পত্র পর্যালোচনায় প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) এ বর্ণিত **"অসদাচরণ"**এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় তাকে একই বিধিমালার বিধি-৪(১)(ক) এ বর্ণিত **"লঘুদণ্ড"** প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

এক্ষণে, জনাব এ কে এম মিজানুল হক, বিপি-৭৫৯৯০৩১৭৫৭, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, লাইনওয়ার, গাজীপুর (সাবেক অফিসার-ইনচার্জ, মির্জাপুর থানা, টাঙ্গাইল)'কে **"অসদাচরণ"** এর দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(২)(ঘ) মোতাবেক **"লঘুদণ্ড"** হিসেবে ০১ (এক) বছরের জন্য **"বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ"** এর আদেশ প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি এ বিষয়ে কোনো প্রকার বকেয়া সুবিধাদি প্রাপ্ত হবেন না ।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এস এম রুহুল আমিন
অ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সদর কার্যালয়
(আইন শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ আগস্ট ২০২৩ খ্রিঃ

নং ০০৩.০০০০.০০৫.২১এ.৯৩-১১৪৩/১—সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ২৭ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে নরসিংদী জেলা যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটি পুনগঠন করা হলো:

চেয়ারম্যান

১	জেলা প্রশাসক, নরসিংদী

সদস্যবৃন্দ

২	পুলিশ সুপার, নরসিংদী
৩	নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, নরসিংদী।
৪	মেয়র , নরসিংদী পৌরসভা, নরসিংদী।
৫	জনাব মোঃ এ, এইচ, এম, জাহাঙ্গীর, পিতা: মোঃ হাতেম আলী, সভাপতি, নরসিংদী জেলা বাস মিনিবাস মালিক সমিতি (যাত্রীবাহী সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির প্রতিনিধি)।
৬	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ, পিতা: মৃত মোঃ আব্দুল মালেক মাস্টার, সভাপতি, নরসিংদী জেলা ট্রাক মালিক সমিতি (মালবাহী সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির প্রতিনিধি)।
৭	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পিতা: মৃত কাসেম আলী, সাধারণ সম্পাদক, নরসিংদী জেলা বাস মিনিবাস মাইক্রোবাস কোচ শ্রমিক ইউনিয়ন (যাত্রীবাহী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিনিধি)।
৮	জনাব মোঃ জাকির হোসেন মৃধা, পিতা: আঃ লতিফ মৃধা, সাধারণ সম্পাদক, নরসিংদী জেলা ট্রাক, ট্যাংকলরী ও কাভার্ডভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (মালবাহী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন এর প্রতিনিধি)।
৯	জনাব প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, পিতা: ছাদত আলী, ঠিকানা: ৫৬/২ বিলাসদী, ডিসি রোড, সদর, নরসিংদী (যানবাহন ব্যবসার বহির্ভূত গণ্যমান্য ব্যক্তি)।
১০	জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন ভূইয়া লিটন, পিতা: হাজী মোঃ জিন্নাত আলী ভূইয়া, ঠিকানা: সাং-কান্দাইল, ডাকঘর-সাতগ্রাম, সদর, নরসিংদী (যানবাহন ব্যবসার বহির্ভূত গণ্যমান্য ব্যক্তি)।

সদস্য সচিব

১১	সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ)/মোটরযান পরিদর্শক, বিআরটিএ, নরসিংদী সার্কেল, নরসিংদী।

০২।এ কমিটি সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-তে বর্ণিত এবং সময়ে সময়ে সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব পালন ও বিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

০৩।এ কমিটির বেসরকারি সদস্যদের কার্যকাল দায়িত্বভার গ্রহণের তারিখ হতে ০২ (দুই) বছর পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

০৪।গঠিত কমিটিকে প্রতি ৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে একবার সভা করে তার কার্যবিবরণী চেয়ারম্যান, বিআরটিএ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

নুর মোহাম্মদ মজুমদার
চেয়ারম্যান।

কর কমিশনারের কার্যালয়
কর আপীল অঞ্চল, রাজশাহী।

অফিস আদেশ

তারিখ: ৩০ আগস্ট ২০২৩ খ্রিঃ

নং-১-ই-২/২০২৩-২০২৪/২১৯—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকার নথি নং-০৮.০১.০০০০.০১৯.১৯.০০৩.২২/১৭০ তারিখ: ২০-০৮-২০২৩ খ্রিঃ মোতবেক নিম্নবর্নিত কর্মকর্তাকে অদ্য

৩০-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অপরাহ্নে এই কর আপীল অঞ্চলের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল এবং বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হইল।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	যে অফিসে কর্মরত ছিলেন	যে অফিসে যোগদান করিবেন
১	জনাব মোঃ রবিউল হাসান প্রধান, অতিরিক্ত কর কমিশনার (চঃ দাঃ)	আপীলাত রেঞ্জ-১ রাজশাহী, কর আপীল অঞ্চল-রাজশাহী	পরিদর্শী রেঞ্জ-২ কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা।

মনোয়ার আহমেদ
কর কমিশনার (চঃ দাঃ)।

কর কমিশনার কার্যালয়
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম।

অফিস আদেশ

তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪৩০/৩১ আগস্ট ২০২৩ খ্রিঃ

নং-২-ই/চট্ট-২/২০২৩/৪৩৬—জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-০৮.০১.০০০০.০১৯.১৯.০০৩.২২/১৭০(১-১৪), তারিখ: ২০-০৮-২০২৩ এর মাধ্যমে বদলীকৃত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে নতুন কর্মস্থলে যোগদানের জন্য অদ্য ৩১-০৮-২০২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে এ কর অঞ্চলের দায়িত্বভার হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	বদলি/পদায়নকৃত কর্মস্থল
১	জনাব মোঃ নজরুল আলম চৌধুরী অতিরিক্ত কর কমিশনার	পরিদর্শী রেঞ্জ-২, কর অঞ্চল-৯, ঢাকা

ড. মোঃ সামছুল আরেফিন
কর কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা।
মাঠ প্রশাসন শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ: ২৬ শ্রাবণ ১৪৩০/১০ আগস্ট ২০২৩

নং ০৫.৪৪.০০০০.০০৬.৬৪.০০১.২২.১৯৫—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ৩১-০৭-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৩২.১৯.০০৫.২২.৫৭৬ নং প্রজ্ঞাপনে জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ (৬৭৭৬), অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, খুলনাকে আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালক পদে বদলিপূর্বক প্রেষণে নিয়োগ করা হয়েছে। বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের জন্য উল্লিখিত কর্মকর্তাকে অদ্য ১০-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অপরাহ্নে এ কার্যালয় থেকে অবমুক্ত করা হলো।

মোঃ হেলাল মাহমুদ শরীফ
বিভাগীয় কমিশনার।

অফিস আদেশ

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩০/১৪ আগস্ট ২০২৩

নং ০৫.৪৪.০০০০.০০৬.৫৭.০০১.১৮.১৯৬—বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদ্বয়কে তাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত কর্মস্থলে এতদ্বারা বদলি/পদায়ন করা হলো:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পরিচিতি নম্বর	বর্তমান কর্মস্থল	পদায়ন/বদলিকৃত কর্মস্থল	সংযুক্ত কর্মস্থল
১	জনাব আনোয়ার হোসেন (১৮৪১৩)	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ০৬-০৭-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৭.০২.০০১.২৩-২১৯ নং প্রজ্ঞাপনে এ কার্যালয়ে ন্যস্ত)	সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা
২	জনাব মাসুম বিল্লাহ্ (১৮৯১৬)	সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর	সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা	

২। ১নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তা গত ১৩-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে এ কার্যালয়ে যোগদান করেছেন। তাকে এ কার্যালয় থেকে কোনো বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হয়নি। তিনি অদ্য ১৪-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অপরাহ্নে এ কার্যালয় থেকে অবমুক্ত হবেন। তার বেতন/ভাতাদি প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা থেকে সম্পন্ন হবে।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আবু রাসেল
সিনিয়র সহকারী কমিশনার।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১ ভাদ্র ১৪৩০/১৬ আগস্ট ২০২৩

নং ০৫.৪৪.০০০০.০০৬.৫৭.০০১.১৮.১৯৭—বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে তার নামের পার্শ্বে বর্ণিত উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে এতদ্বারা নির্দেশক্রমে বদলি/পদায়ন করা হলো:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পরিচিতি নম্বর	বর্তমান কর্মস্থল	পদায়নকৃত/বদলিকৃত কর্মস্থল
১	জনাব মোছাঃ মমতাজ মহল (১৭৮২১)	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ২৩-০৭-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৯.১৯.০০৮.২০-২৯৯ নং প্রজ্ঞাপনে এ কার্যালয়ে ন্যস্ত)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা

২। বর্ণিত কর্মকর্তা গত ২৪-০৭-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে এ কার্যালয়ে যোগদান করেছেন। তাকে এ কার্যালয় থেকে কোন বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হয়নি। উক্ত কর্মকর্তা আগামী ১৭-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অপরাহ্নে এ কার্যালয় থেকে অবমুক্ত হবেন।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আবু রাসেল
সিনিয়র সহকারী কমিশনার।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৯ ভাদ্র ১৪৩০/২৪ আগস্ট ২০২৩

নং ০৫.৪৪.০০০০.০০৬.৫৭.০০১.১৮.২০৯—বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে তাঁদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে এতদ্বারা নির্দেশক্রমে বদলি/পদায়ন করা হলো:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পরিচিতি নম্বর	বর্তমান কর্মস্থল	পদায়নকৃত/বদলিকৃত কর্মস্থল
১	জনাব রাখী ব্যানার্জী (১৮০০৪)	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ০৯-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৯.১৯.০০৮.২০-৩২১ নং প্রজ্ঞাপনে এ কার্যালয়ে ন্যস্ত)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কচুয়া, বাগেরহাট
২	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (১৮০৪৯)	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ২৩-০৭-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৯.১৯.০০৮.২০-২৯৯ নং প্রজ্ঞাপনে এ কার্যালয়ে ন্যস্ত)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাগুরা সদর, মাগুরা
৩	জনাব মোঃ আসমত হোসেন (১৮২১১)	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৪-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৯.১৯.০০৮.২০-৩২৬ নং প্রজ্ঞাপনে এ কার্যালয়ে ন্যস্ত)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিতলমারী, বাগেরহাট

২। এ কার্যালয়ের গত ০৮-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ০৫.৪৪.০০০০.০০৬.১৮.০০১.২২.৪০৫ নং প্রজ্ঞাপনে জনাব রিপন বিশ্বাস (১৭৬৩৭), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, খোকসা, কুষ্টিয়াকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিতলমারী, বাগেরহাট এবং জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (১৮০৪৯), উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে, খোকসা, কুষ্টিয়ায় বদলির আদেশ নির্দেশক্রমে এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মাহেরা নাজনীন
সিনিয়র সহকারী কমিশনার।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ।
(রাজস্ব শাখা)

পুনঃগ্রহণ বিবিধ (রিজিউম) কেস নম্বর-০১/২০২৩-২৪

বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রায়পুর মৌজাস্থ এলএ কেস নম্বর-৩৫/১৯৬৫-৬৬ এর আওতায় ১৫.২৪ একর এবং এল এ কেস নম্বর-২৩/১৯৬৬-৬৭ এর আওতায় ৪.৩৭ একর মোট ১৯.৬১ একর ভূমি পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে অধিগ্রহণকৃত জমি বাংলাদেশ সরকার পক্ষে পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ নামে রেকর্ডভুক্ত হয়ে প্রচারিত হয়। সিরাজগঞ্জ শহরের সৌন্দর্য বর্ধন, যানযট নিরসন ও দুর্ঘটনা রোধকল্পে সমগ্র জেলার কল্যাণের স্বার্থে মিরপুর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ও রেকর্ডকৃত ভূমি মধ্য হতে আর এস ১৩ নম্বর খতিয়ানের আর এস ৮০২৭, ৮০৫৩, ৪৫৬৪ নম্বর দাগে ৬.৪০ (ছয় দশমিক চার শূন্য) একর ভূমিতে ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ১১-০৪-২০২১ তারিখের জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের অনুমতি চেয়ে সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা বরাবর ১৬-০৩-২০২৩ তারিখের ০৫.৪৩.৮৮০০.০২৪.০৬.০১.২৩.২২৫ নম্বর স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক ৩১-০৫-২০২৩ তারিখের ৪২.০১.০০০০.২০৩.৩৪.০১১.২৩.৩১৯ নম্বর স্মারকে তপশীল সম্পত্তি

জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ বরাবর সমর্পনের সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। সে প্রেক্ষিতে নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ ১৮-০৬-২০২৩ তারিখের এল-১/২১৮৬ নম্বর স্মারকে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল ১৯৯৭ এর ৭৮ নম্বর অনুচ্ছেদ মতে জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ বরাবর সমর্পণ করে যৌথ জরিপের মাধ্যমে বুঝে নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল ১৯৯৭ এর ৭৮ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক "অধিগৃহীত কোন সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে অধিগৃহীত সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হলে বা ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অন্য কোন প্রকল্পে প্রয়োজন না হলে কিংবা অন্য সংস্থা বরাবর হস্তান্তরের প্রয়োজন না হলে উক্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর নিকট সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে। জেলা প্রশাসক এইরূপ সমর্পিত সম্পত্তি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পুনঃগ্রহণক্রমে সরকারি খাসে আনযন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র সংশোধন করিয়া লইবেন'।

সেহেতু, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রায়পুর মৌজাস্থ ৩৫/১৯৬৫-৬৬ ও ২৩/১৯৬৬-৬৭ নম্বর এলএ কেসমূলে পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ এর অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত ও রেকর্ডকৃত আরএস ১৩ নম্বর খতিয়ানে ৮০২৭,৮০৫৩ ও ৪৫৬৪ নম্বর দাগে মোট ৬.৪০ (ছয় দশমিক চার শূন্য) একর সম্পত্তি জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ বরাবর নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ কর্তৃক ১৮-০৬-২০২৩ তারিখের এল-১/২১৮৬ নম্বর স্মারকে সমর্পণের প্রেক্ষিতে "স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল ১৯৯৭ এর ৭৮ নং অনুচ্ছেদ" মোতাবেক পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) করা হলো এবং পুনঃগ্রহণকৃত উক্ত সম্পত্তির যাবতীয় রেকর্ডপত্র সংশোধন করে ০১ নম্বর খাস খতিয়ানভুক্ত করার আদেশ প্রদান করা হলো। সংশ্লিষ্টদের রেকর্ডপত্র সংশোধনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মীর মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
জেলা প্রশাসক।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়

সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০২৩

নং ০৫.৪১.৬৭০৪.০০১.১০.০০৮.২৩-৪৭১(০৯)—জনাব মোঃ আব্দুছ ছামাদ, সদস্য ০৯নং ওয়ার্ড, মোগরাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ গত ১৯-০৮-২০২৩ খ্রিঃ ০৪ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ রোজ শনিবার রাত ০৮.০০ ঘটিকায় মৃত্যুবরণ করায় (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫ (ঙ) উপধারা অনুযায়ী তার পদ শূন্য হওয়ায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ আইন), ৩৫(২)(১) অনুযায়ী আমার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি মোঃ রেজওয়ান-উল-ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ সকলের অবগতির জন্য এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, ১৯-০৮-২০২৩ খ্রিঃ/০৪ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ তারিখ হতে মোগরাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের ০৯নং ওয়ার্ডের সদস্য পদটি শূন্য ঘোষণা করা হলো।

মোঃ রেজওয়ান-উল-ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১২, ২০২৩

৬ষ্ঠ খণ্ড

প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকরি কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অফিস আদেশ

তারিখ: ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

নং ৮২.০০.০০০০.০৪১.৫৪.৫৬৮.২২-৭৭—বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল মহোদয় সদয় হয়ে এপ্রিল/২০২২ মাসে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় হিসাবরক্ষক (ডিএ) ২য় পর্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪৬ জন কর্মচারীকে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২২-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৮০.০০.০০০০.১১৪.০১২.২০.২৩.৪০০ এর মাধ্যমে প্রদত্ত সুপারিশ এবং শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে জাতীয় বেতন স্কেল/২০১৫ এর ১৬০০০—৩৮৬৪০ টাকা বেতন স্কেলে বিভাগীয় হিসাবরক্ষক (ডিএ) পদে পদোন্নতি প্রদান করেছেন।

ক্রমিক নং	গ্রেডেশন নং	পরীক্ষার্থীর নাম ও পদবি	বর্তমান পদ ও কর্মরত অফিস
০১।	০১	জনাব অদুদ জামান হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক রাজবাড়ী গণপূর্ত বিভাগ, রাজবাড়ী।
০২।	০২	জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক হবিগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, হবিগঞ্জ।
০৩।	০৩	জনাব নাছিমা আক্তার রেখা হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক নেত্রকোনা গণপূর্ত বিভাগ, নেত্রকোনা।
০৪।	০৪	জনাব মোঃ ইমরান হোসেন অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক নোয়াখালী গণপূর্ত বিভাগ, নোয়াখালী।
০৫।	০৫	জনাব শাকিলা আফরোজ হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সওজ পরিবেশ বিভাগ, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬।	০৬	জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সড়ক বিভাগ, নরসিংদী।
০৭।	০৭	জনাব মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম সিনিয়র হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক শেরে বাংলানগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা।
০৮।	০৮	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন সিনিয়র হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক পিরোজপুর গণপূর্ত বিভাগ, পিরোজপুর।
০৯।	০৯	জনাব মোঃ মাহাফুজুল হক হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ।

ক্রমিক নং	গ্রেডেশন নং	পরীক্ষার্থীর নাম ও পদবি	বর্তমান পদ ও কর্মরত অফিস
১০।	১০	জনাব জান্নাত নূর আইরিন হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক বান্দরবান গণপূর্ত বিভাগ, বান্দরবান।
১১।	১১	জনাব মোঃ আলাউদ্দীন আহমেদ রকি অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সড়ক বিভাগ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১২।	১২	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, ময়মনসিংহ।
১৩।	১৩	জনাব মনিরুল ইসলাম অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক কক্সবাজার গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার।
১৪।	১৪	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সওজ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিভাগ, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৫।	১৫	জনাব এস. এম মোস্তফা হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সাভার গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা।
১৬।	১৬	জনাব তাপস কান্তি শর্মা হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক মাদারীপুর গণপূর্ত বিভাগ, মাদারীপুর।
১৭।	১৭	জনাব মোঃ মাসুদুর রশীদ অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক টাংগাইল গণপূর্ত বিভাগ, টাংগাইল।
১৮।	১৮	জনাব মোঃ হাসিবুল ইসলাম হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক নওগাঁ গণপূর্ত বিভাগ, নওগাঁ।
১৯।	১৯	জনাব মোঃ হাসান ইকবাল অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক শেরপুর গণপূর্ত বিভাগ, শেরপুর।
২০।	২০	জনাব মোঃ ওমর ফারুক অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সড়ক বিভাগ, লক্ষীপুর।
২১।	২১	জনাব বাবলু চৌধুরী অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক রাংগামাটি গণপূর্ত বিভাগ, রাংগামাটি।
২২।	২২	জনাব অর্পন প্রসাদ বোস অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সড়ক বিভাগ দোহাজারী, চট্টগ্রাম।
২৩।	২৩	জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করিম অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক লক্ষীপুর গণপূর্ত বিভাগ, লক্ষীপুর।
২৪।	২৪	জনাব মোঃ আরফান উদ্দীন চৌধুরী অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-২, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
২৫।	২৫	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক রংপুর গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।
২৬।	২৬	জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ।
২৭।	২৭	জনাব ইমাম হাসান অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক ফেনী গণপূর্ত বিভাগ, ফেনী।
২৮।	২৮	জনাব মোঃ আব্দুস সোবাহান অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া।

ক্রমিক নং	গ্রেডেশন নং	পরীক্ষার্থীর নাম ও পদবি	বর্তমান পদ ও কর্মরত অফিস
২৯।	২৯	জনাব কে.এ. এইচ. এম. তারেক অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক গণপূর্ত বিভাগ-৩, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৩০।	৩০	জনাব মোহাম্মদ কবির হোসেন অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক নরসিংদী গণপূর্ত বিভাগ, নরসিংদী।
৩১।	৩১	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সড়ক বিভাগ, নেত্রকোনা।
৩২।	৩২	জনাব অমিতাভ দত্ত হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, সিলেট।
৩৩।	৩৩	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সিরাজগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, সিরাজগঞ্জ।
৩৪।	৩৪	জনাব মোঃ রোবেল মিয়া অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক ফরিদপুর গণপূর্ত বিভাগ, ফরিদপুর।
৩৫।	৩৫	জনাব মোঃ ফয়সাল আহমেদ অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক চাঁদপুর গণপূর্ত বিভাগ, চাঁদপুর।
৩৬।	৩৬	জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, রাংগামাটি।
৩৭।	৩৭	জনাব মোঃ জাহিদি-উন-নবী অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক নীলফামারী গণপূর্ত বিভাগ, নীলফামারী।
৩৮।	৩৮	জনাব মোঃ আবুল বাশার অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক শরিয়তপুর গণপূর্ত বিভাগ, শরিয়তপুর।
৩৯।	৩৯	জনাব জোবায়িদ হোসেন অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সুনামগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, সুনামগঞ্জ।
৪০।	৪০	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক মানিকগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, মানিকগঞ্জ।
৪১।	৪১	জনাব মোঃ সাজ্জাদ উল্লাহ অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, গাজীপুর।
৪২।	৪২	জনাব সাবির হোসেন খান অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক বগুড়া গণপূর্ত বিভাগ, বগুড়া।
৪৩।	৪৩	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান অডিটর	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক পটুয়াখালী গণপূর্ত বিভাগ, পটুয়াখালী।
৪৪।	৪৪	জনাব মিনহাজ আবেদীন হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সওজ, কারখানা বিভাগ, ময়মনসিংহ।
৪৫।	৪৫	জনাব মোহাম্মদ হানিফ মিঞা সিনিয়র হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, কুমিল্লা।
৪৬।	৪৬	জনাব মোঃ এনামুল হক হিসাব সহকারী	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক নাটোর গণপূর্ত বিভাগ, নাটোর।

এ আদেশ ২২-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

তাসলিমা সুলতানা
অতিঃ উপ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (পার্সোনেল)।

খাদ্য অধিদপ্তর
তদন্ত ও মামলা শাখা, প্রশাসন বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩১ আগস্ট ২০২৩ খ্রি.

নং ১৩.০১.০০০০.০৩৩.২৭.০৪৮.২২-৭৫১—যেহেতু জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, সহকারী ব্যবস্থাপক এবং আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত, দিনাজপুর সিএসডি, দিনাজপুর হিসেবে কর্মকালে গত ০৬-০৩-২০২২ খ্রি. সকাল ১০.২০-১০.৩৫ ঘটিকার মধ্যে জনাব মোঃ আবদুল আহাদ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুরকে মোবাইল ফোনে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজসহ প্রাণ নাশের হুমকি প্রদান করেন। যা ২১-০৩-২২ খ্রি. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দিনাজপুর দপ্তরে অনুষ্ঠিত তদন্তে সঠিক মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দিনাজপুরে এসে উদ্ধত আচরণ প্রদর্শন ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ধমক দিয়ে কথা বলার অভিযোগ তদন্তে সঠিক মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

যেহেতু, তিনি ২৯-১২-২০২১ খ্রি. আনুমানিক সকাল ১১.০০ টায় জ্বলন্ত সিগারেট হাতে ধুমপান করতে করতে আপাতদৃষ্টিতে মাতাল অবস্থায় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দিনাজপুরে কর্মরত উচ্চমান সহকারী জনাব মোঃ রবিউল ইসলামের অফিস কক্ষে প্রবেশ করে দরজা-জানালা বন্ধ করে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজসহ তাকে ক্ষত করার উদ্দেশ্যে জানালার প্রটেকশনের লাঠি দ্বারা আক্রমন করে তাকে লাঞ্ছিত করেন। পরবর্তীতে জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম এর আহবানে তাকে সাহায্য করতে আসা তার সহকর্মী জনাব মোঃ মনজুরুল আলম, উচ্চমান সহকারী এর উপরও অতর্কিতভাবে হামলা করে তার শার্টের কলার ধরে তাকে লাঞ্ছিত করেন এবং অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করেন; এবং

যেহেতু, তিনি খাদ্য পরিদর্শক সমিতির কেন্দ্রিয় নেতার পরিচয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুর এর সাথে ২৮-০৩-২০২২ খ্রি. অনৈতিক সুবিধা গ্রহণের প্রয়াসে অশোভন আচরণ করেন। এছাড়া দিনাজপুর সিএসডিতে যোগদানের পর হতেই অনৈতিক সুবিধা গ্রহণের প্রচেষ্টা হিসেবে তিনি দিনাজপুরের খাদ্য বিভাগীয় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে অসদাচারণ করে আসছেন এবং নানা ধরনের হুমকি-ধামকি প্রদান ও অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণের ভয় দেখিয়ে দিনাজপুর জেলার খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মনে ভীতি সঞ্চারের প্রয়াস চালিয়েছেন; এবং

যেহেতু,তার দাম্ভিকতা ও ক্ষমতার ভয়ে দিনাজপুর জেলার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অস্বস্তিকর ও ভীতিময় জীবন যাপন করছেন মর্মে তদন্তকালে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তিনি তদন্ত চলাকালীন সময় সাক্ষী প্রদানকারী কিছু কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সাক্ষী প্রদান হতে বিরত রাখার মানসে মুঠোফোনে চাকরি চ্যুতি ও প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করেছেন। তার আচার-আচরণ ও ব্যবহার অস্বাভাবিক মর্মে তদন্তকালে সাক্ষী প্রদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছেন; এবং

যেহেতু, তিনি তদন্তকালে অপ্রাসঙ্গিক ও বেআইনিভাবে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুরকে উদ্দেশ্য করে অতিরিক্ত বরাদ্দের নামে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ ও খারাপ মানের খালি বস্তা সিএসডিতে গ্রহণের জন্য যে আপত্তিকর বক্তব্য তুলে ধরেছেন; তা তিনি নিজের অপকর্ম ডাকার জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুরকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে করেছেন মর্মে তদন্তে প্রতীয়মান হয়েছে; এবং

যেহেতু, উপর্যুক্ত কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) ও (ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে আনীত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্তৃক বিভাগীয় জবাব মামলার দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫-১০-২০২২ খ্রি. তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে ঘটনা প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ সেলিমুল আজম, অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর , ঢাকাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত প্রতিবেদনে জনাব জাহাঙ্গীর হোসেনের বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী 'অসদাচারণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

সেহেতু, অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্তের বিভাগীয় মামলার লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী 'অসদাচারণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, সহকারী ব্যবস্থাপক, নারায়ণগঞ্জ সিএসডি, নারায়ণগঞ্জ প্রাক্তন সহকারী ব্যবস্থাপক এবং আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত, দিনাজপুর সিএসডি, দিনাজপুর এর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে তাকে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করে নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ

নং ৫৫.১২.০০০০.১০৪.১১.০০১.২৩-৮৯৮—জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৯ম গ্রেডের নিম্নবর্ণিত পদসমূহে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর টাকা ২২০০০-৫৩০৬০/- ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিদ্যমান চাকরি বিধিমালার অন্যান্য সুবিধাদিসহ নিম্নোক্ত প্রার্থীদেরকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রদান করা হলো :

ক্র. নং	পদের নাম	নাম ও স্থায়ী ঠিকানা	রোল নম্বর
১.	সহকারী পরিচালক (তথ্য প্রযুক্তি)	নাম-মোঃ রাকিব হোসেন পিতা- মোঃ মোশারফ হোসেন বাসা/ হোল্ডিং:৪১১, গ্রাম: পশ্চিম দুর্গাপুর, ডাকঘর: দুর্গাপুর-৮৫০০, থানা: পিরোজপুর সদর, জেলা: পিরোজপুর	১৫০০২৪৩
২.	সহকারী পরিচালক (আইন)	নাম-ইফতেখার উদ্দিন পিতা: আইয়ুব আলী বাসা/হোল্ডিং: এইচ এন হাইটস, গ্রাম: পশ্চিম নাসিরাবাদ সরাইপাড়া, ডাকঘর: পাহাড়তলী-৪২০২, থানা: পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম সিটিকর্পোরেশন, জেলা: চট্টগ্রাম	১৭০০০৮৮
৩.	জনসংযোগ কর্মকতা	নাম-ইউশা রহমান পিতা: মোঃ আতিকুর রহমান গ্রাম: তেরপাকি, ওয়ার্ড নং-০৪, ডাকঘর: নেপালতলী, উপজেলা: গাবতলী, জেলা: বগুড়া	১৯০০১১৬
৪.	সহকারী পরিচালক (সমাজ সেবা এবং কাউন্সিলিং)	নাম-মোঃ তানবিবুল ইসলাম পিতা: মোঃ মকছেদ আলী মোল্লা গ্রাম: কালিনগর, ডাকঘর: করান্দি-৭৬১১, থানা: শ্রীপুর, জেলা: মাগুরা	১৩০০০৯৮
৫.	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	নাম-মোঃ শাহিদুল ইসলাম পিতা: মোঃ এমদাদুল ইসলাম মোল্লা বাসা/ হোল্ডিং: পূর্ব বাজার, গ্রাম: হাসনাবাদ, ডাকঘর: বাজার হাসনাবাদ-১৬৩১, থানা: রায়পুরা, জেলা: নরসিংদী	১১০০১৮০
৬.	সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	নাম- মোঃ রুহুল আমিন পিতাঃ নুর মোহাম্মদ গ্রাম: আন্ধার মানিক, নয়াপুর, ডাকঘর: বরাব-১৪১১, থানা: সোনারগাঁও, জেলা: নারায়ণগঞ্জ	১২০০০৪৪
৭.	সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	নাম- মোঃ আনোয়ার হোসেন পিতা-মোঃ নয়ন মিয়া গ্রাম: জলশুকা, ডাকঘর: শ্যামগঞ্জ-২৪১১, থানা: পূর্বধলা, জেলা: নেত্রকোনা	১২০০২২১
৮.	সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	নাম- মোঃ মোজাফফর হোসেন পিতাঃ মকবুল হোসেন বাসা/হোল্ডিং: গনিহাজীপাড়া, গ্রাম: গনিহাজীপাড়া, ডাকঘর: কায়েমপুর-৫২৩০, থানা: খানসামা, জেলা: দিনাজপুর	১২০০৩৬৭

ক্র. নং	পদের নাম	নাম ও স্থায়ী ঠিকানা	রোল নম্বর
৯.	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	নাম-প্রমা প্রনতি পিতা-পরিমল চন্দ্র কুন্ডু গ্রাম: নিজ বাজিতপুর, ডাকঘর: দত্তকেন্দুয়া-৭৯০১, থানা: মাদারীপুর সদর, জেলা: মাদারীপুর	১৪০০০৪৭
১০.	সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	নাম-তাকী বিল্যাহ্ পিতা- মোঃ শরাফত আলী গ্রাম: কল্যাণপুর, ডাকঘর: নারহট্ট-৫৮৭০, থানা: কাহালু, জেলা: বগুড়া	১৬০০০১০

২। এ নিয়োগের প্রারম্ভিক ২ (দুই) বছর শিক্ষানবিশকাল হিসেবে গণ্য হবে। এই প্রারম্ভিক শিক্ষানবিশকালে তাঁদের কার্যকলাপ ও আচরণ সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হলে তাঁর শিক্ষানবিশকালের মেয়াদ বর্ধিত করা হবে। শিক্ষানবিশের মেয়াদ (বর্ধিত মেয়াদ থাকলে তাসহ) সমাপন্তে তাঁদের আচরণ ও কার্যকলাপ সন্তোষজনক না হলে কিংবা তাঁদের কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই মর্মে প্রতীয়মান হলে বা পুলিশী প্রতিবেদন সন্তোষজনক না হলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাঁদের চাকরির অবসান ঘটাতে পারবেন।

৩। চাকরিতে যোগদানের সময় তাঁদেরকে সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত শারীরিক যোগ্যতার (Physical fitness) সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। চাকরিতে যোগদানের পর পুলিশী তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য নির্দিষ্ট ফরম পূরণপূর্বক দাখিল করতে হবে।

৪। এ নিয়োগ আদেশে সুনির্দিষ্ট নেই এরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০১৯ এবং এ কমিশন কর্তৃক ভবিষ্যতে প্রণীতব্য বিধি বিধান দ্বারা তাঁদের চাকরি নিয়ন্ত্রিত হবে।

৫। এ নিয়োগপত্র জারির তারিখ হতে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস অর্থাৎ আগামী ২৪-০৯-২০২৩ তারিখের মধ্যে চাকরিতে যোগদানে ব্যর্থ হলে তাঁদের নিয়োগ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং যোগদানের তারিখ হতে তা কার্যকর হবে।

নারায়ণ চন্দ্র সরকার
সচিব (যুগ্মসচিব)।

বন অধিদপ্তর
প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ আগস্ট ২০২৩ খ্রি.

নং ২২.০১.০০০০.০০৭.০৫.৫২৭.১৯.১৫২৪—বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২২ আগস্ট ২০২৩ তারিখের ৮০.০০.০০০০ .১১০.১২.০০৮.২৩-২১১ নম্বর স্মারকে সুপারিশকৃত এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ২৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের ২২.০০.০০০০.০৬৮.১২.০০৩.২০২২-২৬৫ স্মারকের প্রেক্ষিতে বন অধিদপ্তরের নিম্নোক্ত সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটরগণকে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর ১৬০০০—৩৮৬৪০/-টাকা স্কেলে (১০ম গ্রেড) রাজস্বখাতে প্রশাসনিক কর্মকর্তার শূন্য পদে পদোন্নতি প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	জন্ম তারিখ	বর্তমান কর্মস্থল
১.	জনাব মুক্তা মনি সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১-০১-১৯৯০	বন ব্যবস্থাপনা উইং, বন অধিদপ্তর বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা
২.	জনাব মোঃ ফারুক হোসেন সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১-০১-১৯৮৯	প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী
প্রধান বন সংরক্ষক (চ.দা.)।

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: 08-AUG-23

নং **আরজেএসডি/ডি,এন/16364**—কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ (৩) ধারা অনুযায়ী এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাচ্ছে যে, CENTRO SECURITY SERVICES LTD. [C-87471] নামীয় কোম্পানিটি ব্যবসা চালাচ্ছে কিনা বা কোম্পানির কার্যক্রম চালু আছে কিনা তা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এর বিপরীতে কোনো কারণ দর্শানো না হলে অত্র কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হতে কেটে দেয়া হবে এবং কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

Md. Rokib Ahmad Rony
Assistant Register
নিবন্ধকের পক্ষে।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: 15 JUN-23

নং **আরজেএসডি/ডি,এন/16323**—কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ (৩) ধারা অনুযায়ী এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাচ্ছে যে, RAHIL`S MEDIA LTD. [C-103605] নামীয় কোম্পানিটি ব্যবসা চালাচ্ছে কিনা বা কোম্পানির কার্যক্রম চালু আছে কিনা তা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এর বিপরীতে কোনো কারণ দর্শানো না হলে অত্র কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হতে কেটে দেয়া হবে এবং কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

Md. Harun Or Rashid
Assistant Registar
নিবন্ধকের পক্ষে।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ আগস্ট ২০২৩ খ্রি.

নং **১৫.৫৬.০০০০.০০১.১৯.০৫৩.২৩.১৭৫৫**—গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ের সহকারী তথ্য অফিসার জনাব রায়হানা বেগম-এর এস,এস, সি সনদপত্র অনুযায়ী জন্ম তারিখ ০১-০৯-১৯৬৪ খ্রি। সে অনুযায়ী তাঁর বয়স ৩১-০৮-২০২৩ খ্রি. ৫৯ (উনষাট) বছর পূর্ণ হবে। সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৪৩ এর ১ (ক) উপধারা অনুযায়ী ৫৯ (উনষাট) বছর পূর্তিতে ৩১-০৮-২০২৩ খ্রি. তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে অবসর প্রদান করত: তাঁর অনুকূলে জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ এর ১০ (২) (ক) উপধারা অনুযায়ী ০১-০৯-২০২৩ থেকে ৩১-০৮-২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত গড়বেতনে ০১ (এক) বছর অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর করা হলো।

০২। সহকারী তথ্য অফিসার জনাব রায়হানা বেগম-এর অবসর উত্তরছুটি মঞ্জুরের পর ১৮ মাসের ছুটি প্রাপ্য থাকায় জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ এর ১০(২) (খ) উপধারা অনুযায়ী মূল বেতন ২৭,৪৩০/-(সাতাশ হাজার চারশত ত্রিশ) টাকা হারে ১৮ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ (২৭,৪৩০×১৮)=৪,৯৩,৭৪০/- (চার লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশত চল্লিশ) টাকা লাম্পগ্র্যান্ট হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

০৩। লাম্পগ্র্যান্টের অর্থ গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১৩৩০৩০১১১৯০০৪-৩১১১১১০ ছুটি নগদায়ন বেতন (অফিসার) খাত হতে নির্বাহ হবে।

মোঃ নিজামূল কবীর
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)।

বাংলাদেশ পুলিশ
এন্টি টেররিজম ইউনিট

আদেশাবলি

তারিখ: ২২ আগস্ট ২০২৩ খ্রিঃ

নং ৪৪.০১.০০০০.৯৮৫.০০১.০১৫.২০২৩ (নথি-০৪)-১৫২—জনাব মোঃ আশিকুর রহমান, পিপিএম, বিপি-৮০০৩১২১৯০২, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, অফিসার ইনচার্জ, নাগেশ্বরী থানা, কুড়িগ্রাম (সাবেক অফিসার ইনচার্জ, গোয়ালন্দঘাট থানা, রাজবাড়ী) এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অর্থাৎ গত ০৬-০৪-২০২০ খ্রিঃ তারিখ ওসি সাহেবের নির্দেশে এসআই (নিঃ)/ মোঃ জাকির হোসেন অত্র অভিযোগকারীর ভাই (১) ফরিদ শিকদার সহ, (২) রুবেল শিকদার, (৩) সালাম শেখ, (৪) জসিম সর্দার, দের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। অতপরঃ তাদের ছেড়ে দেয়ার জন্য ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দাবি করা হয়। পরবর্তীতে তারা কাশেম মেম্বার ও অন্যান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে ২৬,০০০/- (ছাব্বিশ হাজার) টাকা প্রদান করলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা আদায় পূর্বক তাদের সবাইকে ছেড়ে দেন।

এতদ্‌বিষয়ে জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, পুলিশ সুপার (পিবিআই), ফরিদপুর অনুসন্ধান করতঃ প্রতিবেদন দাখিল করেন। অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন-পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) মোঃ আশিকুর রহমান, পিপিএম, সাবেক অফিসার ইনচার্জ, ঘোয়ালন্দঘাট থানা, রাজবাড়ী কর্তৃক গোয়ালন্দঘাট থানা এলাকায় মোবাইল-৪ ডিউটিতে নিয়োজিত এসআই (নিঃ)/ মোঃ জাকির হোসেন এর মাধ্যমে গত ০৪-০৬-২০২০ খ্রিঃ তারিখ রাতে অভিযোগে বর্ণিত ব্যক্তিদের দৌলতদিয়া ঘাট এলাকার বিভিন্ন স্থান হইতে গ্রেফতার করে থানা হেফাজতে আটক রাখেন। আটক সংক্রান্তে হাজতখানা রেজিস্টার/জিডিতে কোনোরূপ এন্ট্রি না করে পরের দিন অর্থাৎ গত ০৫-০৬-২০২০ খ্রিঃ তারিখ আটককৃত ব্যক্তিদের অভিভাবকগণের নিকট হতে দৌলতদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার (মো: কাশেম খান @ কাশেম) এর মাধ্যমে ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা গ্রহণ করে থানা এলাকায় মোবাইল ডিউটিতে কর্মরত এসআই (নিঃ) / দেওয়ান শামীম খানের মাধ্যমে আটককৃতদের উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি), গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী অফিসে প্রেরণ করত: মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে প্রত্যেক'কে ৩,০০০ টাকা অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা করে ছেড়ে দেয়ার বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সত্যতা পাওয়া যায়।

অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় অ্যাডিশনাল ডিআইজি (ডিএন্ডপিএস-১), পুলিশ হেডঃ ঢাকা কর্তৃক তার কৈফিয়ত তলব করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড-পত্রাদি এআইজি (পিএম-২) পুলিশ হেডঃ ঢাকা বরাবর প্রেরণ করেন।

অতঃপর জনাব মোঃ আশিকুর রহমান, পিপিএম, গত ১০-০৫-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানিতে হাজির হয়ে নিজ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন থানা-এলাকায় বিভিন্ন পুলিশি সেবা প্রদানপূর্বক তিনি পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জল করেছেন। কিছু দালাল শ্রেণীর লোক সুবিধা করতে না পারায় ষড়যন্ত্র করে তার বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ দাখিল করেছেন। দখল অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট। তিনি অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন, কৈফিয়তের লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড-পত্রাদি পর্যালোচনা করা হলো। পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযোগে আটককৃত ব্যক্তিদের তিনি থানা হাজতে রাখেন কিন্তু এ বিষয়ে কোনো জিডি এন্ট্রি করেননি। এছাড়া অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও সাক্ষীদের জবানবন্দি পর্যালোচনায় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় আটককৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তার উৎকোচ গ্রহণের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়।

জনাব মোঃ আশিকুর রহমান, পিপিএম, এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগটি অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও রেকর্ড-পত্র পর্যালোচনায় প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা,২০১৮ এর বিধি-৩(খ) এ বর্ণিত **"অসদাচরণ"** এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় তাকে একই বিধিমালার বিধি-৪(১)(ক) এ বর্ণিত **"লঘুদণ্ড"** প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

এক্ষণে জনাব মোঃ আশিকুর রহমান, পিপিএম, বিপি-৮০০৩১২১৯০২, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, অফিসার ইনচার্জ, নাগেশ্বরী থানা, কুড়িগ্রাম (সাবেক অফিসার ইনচার্জ, গোয়ালন্দঘাট থানা, রাজবাড়ী)'কে **"অসদাচরণ"** এর দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(২)(খ) মোতাবেক **"লঘুনণ্ড"**হিসেবে **"০৩ (তিন) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা"**র আদেশ প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি এ বিষয়ে কোনো প্রকার বকেয়া সুবিধাদি প্রাপ্ত হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০১.০০০০.৯৮৫.০০১.০১৫.২০২৩ (নথি-১১)-১৫৪—জনাব রফিক উল্লাহ, বিপি-৭০৯৫০৪২৮২৩, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, সিটিএসবি, সিএমপি, চট্টগ্রাম (সাবেক ইনচার্জ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, নারায়ণগঞ্জ, সাব-জোন, ঢাকা রিজিয়ন) এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অর্থাৎ গত ২৬-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখ জনাব মুহাম্মদ মিনহাজুল ইসলাম, বিপি-৭৮০৮১২১৫৬১, অতিঃ পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা জোন, নারায়ণগঞ্জ আকস্মিক পরিদর্শনকালে উক্ত সাব-জোনের ইনচার্জ অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক'কে কর্মস্থলে অনুপস্থিত পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সাব-জোনের অন্যান্য অফিসারদের জিজ্ঞাসা করলে-তারা তাকে দেখেননি এবং চিকিৎসার জন্য তিনি হাসপাতালে যাচ্ছেন বলে কয়েকজন জানায়। অতঃপর অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শকের ব্যক্তিগত ও সরকারি মোবাইল নং ০১৭৪৭-১১০১৩৫ ও ০১৩২০-১৫৮১৮৫ এর রেডিও লোকেশন পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি চট্টগ্রাম অবস্থান করছেন।

জনাব মুহাম্মদ মিনহাজুল ইসলাম, অতিঃ পুলিশ সুপার, পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা রিজিয়ন বরাবর অনুপস্থিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। অত:পর জনাব সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু, বিপি-৭৪০১১১৭৩১১, পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা বিস্তারিত প্রতিবেদনসহ ডিআইজি, ট্যুরিস্ট পুলিশ বরাবর মতামত প্রদান করেন যে, "অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক জনাব রফিক উল্লাহ নিজের ইচ্ছা ও স্বেচ্ছাচারী মনোভাব পোষণ করে খেয়াল খুশি মত চলাফেরা করেন। নারায়ণগঞ্জ সাব-জোনের ইনচার্জ ও পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) পদমর্যদার একজন কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ ব্যতিরেকে তিনি কর্মস্থল ত্যাগ করেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ঢাকা জোন নারায়ণগঞ্জ সাব-জোন পরিদর্শন করার বিষয়ে তাকে পূর্বেই অবগত করা সত্ত্বেও তিনি নিজ কর্মস্থলে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকেন। তাছাড়া প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তার কৈফিয়ত তলবের জবাবে উল্লেখ করেন তিনি পিআরএল এ যাওয়ার জন্য পুলিশ হেড কোয়াটার্সে আবেদন প্রেরণ করেছেন। তার এহেন কর্মকাণ্ড বিভাগীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থি, দায়িত্বে অবহেলা, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য এবং অসদাচরণের শামিল।

তদপ্রেক্ষিতে ডিআইজি, ট্যুরিস্ট পুলিশ অভিযুক্ত জনাব রফিক উল্লাহর বিরুদ্ধে কর্মস্থলে গরহাজির সংক্রান্তে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এআইজি (পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট-২), পুলিশ হেডকোয়াটার্স ঢাকা বরাবর উত্থাপিত অভিযোগ সংক্রান্তে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রেরণ করেন।

এতদ্সংক্রান্তে জনাব রফিক উল্লাহ, বিপি-৭০৯৫০৪২৮২৩, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক গত ১৫-০৬-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানিতে হাজির হন। তার বক্তব্য শ্রবণ করা হয়। তিনি বলেন শারীরিকভাবে অসুস্থ হওয়ায় তিনি চিকিৎসার জন্য চলে গিয়েছিলেন। তিনি ভুল করেছেন শিকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতির আবেদন করেন।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সংক্রান্তে প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন, কৈফিয়তনামার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য ও অন্যান্য রেকর্ড-পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি গত ২৪-১২-২০২০ খ্রিঃ হতে ২৬-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন।

এমতাবস্থায়, জনাব রফিক উল্লাহ, বিপি-৭০৯৫০৪২৮২৩, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ রেকর্ড-পত্র পর্যালোচনায় ও তার স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩ (খ) বর্ণিত **"অসদাচরণ"**এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনা করত: সার্বিক বিবেচনায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(১)(ক) এ বর্ণিত **"লঘুদণ্ড"** প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এক্ষণে, জনাব রফিক উল্লাহ, বিপি-৭০৯৫০৪২৮২৩, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, সিটিএসবি, সিএমপি, চট্টগ্রাম (সাবেক ইনচার্জ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, নারায়ণগঞ্জ সাব-জোন, ঢাকা রিজিয়ন)'কে **"অসদাচরণ"**এর দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(২)(ক) মোতাবেক **"লঘুদণ্ড"**হিসেবে **"তিরস্কার"** এর আদেশ প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০১.০০০০.৯৮৫.০০১.০১৫.২০২৩(নথি-১৪)-১৫৫—জনাব এসএম মঈনুদ্দীন, বিপি-৮০০৬১০৫৮৩১, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, অফিসার ইনচার্জ, কালাই থানা, জয়পুরহাট, (সাবেক এসআই/নিরস্ত্র, চাটমোহর থানা, পাবনা) এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অর্থাৎ বাদী আবুল হোসেনের পুত্র আব্দুল্লাহ আল নুর নিখোঁজ হওয়ার পর তার মোবাইল ফোনে ২ টি সিম নম্বর হতে অচেনা কণ্ঠস্বরে ১৫,০০,০০০/-(পনের লক্ষ) টাকা মুক্তিপণ দাবী করেন। উক্ত ঘটনা সংক্রান্তে চাটমোহর থানার মামলা নং ২৩(৬)১৪ রুজু হলে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে জনাব এসএম মঈনুদ্দীন, বিপি-৮০০৬১০৫৮৩১' কে নিযুক্ত করা হয়। তিনি মামলাটির তদন্তকালে ২ টি সিমের মধ্যে একটি সিম নম্বরের মালিকানা সঠিক পাওয়া যায়, যার মালিকের নাম মোঃ ইয়াছিন আলী। তিনি উক্ত ইয়াছিন আলীকে গ্রেফতার করেন এবং দাখিলকৃত অভিযোগপত্রে ইয়াছিন আলীকে Not Sent up করেন। তিনি ইয়াছিন আলীকে কেন এ মামলায় গ্রেফতার করেছেন বা তাকে কেন সাক্ষী করা হয়নি অথবা তাকে অব্যাহতির সুপারিশ কেন করা হলো দাখিলকৃত অভিযোগপত্রে কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। বিজ্ঞ বিচারক আদেশনামায় উল্লেখ করেন যে, এ বিষয়ে উপযুক্ত কারণ ব্যাখ্যা করা তদন্তকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব ছিল। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তকার্যে এরূপ গাফিলতি তার কর্তব্য কর্মে অবহেলা, অদক্ষতা এবং অযোগ্যতার শামিল। তার বিরুদ্ধে এতদ্‌বিষয়ে যথোপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করত: অবিলম্বে উল্লিখিত ট্রাইবুনালকে অবহিত করার জন্য ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ মহোদয়কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

অতঃপর জনাব এসএম মঈনুদ্দীন, বিপি-৮০০৬১০৫৮৩১, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সংক্রান্তে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর অধীনে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স , ঢাকার বিভাগীয় মামলা নং-৫৫, তারিখ: ০৩-০৯-২০২০ খ্রিঃ রুজু করত: অভিযোগনামা ও অভিযোগের ধারাবিবরণী প্রণয়ন করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থিত হয়ে মৌখিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন, কৈফিয়ত ও অভিযোগনামার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড-পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় সার্বিক বিষয় সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় আলোচ্য বিভাগীয় মামলাটি আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতঃ জনাব মোঃ শরাফত ইসলাম, বিপি-৮৩১৩১৫৯৪৮৯, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর), সিরাজগঞ্জ'কে তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রতিবেদন (Findings) দাখিল করেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন-প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ, আত্মপক্ষ সমর্থনের বক্তব্য ও ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা পর্যালোচনায় বাদী মোঃ আবুল হোসেন এর পুত্র আব্দুল্লাহ আল নুর নিখোঁজ হওয়ায় চাটমোহর থানার মামলা নং-২৩ তারিখ: ২৫-০৬-২০১৪ খ্রিঃ, ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী-২০০৩) এর ৭/৮/৩০ রুজু করতঃ অভিযুক্তকে মামলা তদন্তের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। একই তারিখে বাদীর মোবাইল ফোনে ০১৭৬৬-৩৮৭৫৮৯ ও ০১৭২১৭৪৮৩৬৪ নম্বর সিম হতে অচেনা কণ্ঠস্বরে ১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ টাকা) মুক্তিপণ দাবী করেন। এর মধ্যে একটি সিম নম্বরের (০১৭২১৭৪৮৩৬৪) মালিকানা সঠিক পাওয়া যায়, যার মালিকের নাম মোঃ ইয়াছিন আলী। অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক মামলাটি তদন্তকালে ইয়াছিন আলীকে গ্রেফতার করেন। তিনি চাটমোহর থানার অভিযোগপত্র নং-১৬৫, তাং-১২-০৯-২০১৪ খ্রিঃ, ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০(সংশোধনী-২০০৩) এর ৭/৮/৩০ তৎসহ ৩০২/২০১/৩৪ দঃ বিঃ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন। তার দাখিলকৃত অভিযোগপত্রে সিম কার্ডের মালিক ইয়াছিন আলীকে অব্যাহতি (Not Sent up) প্রদান করেন। কিন্তু ইয়াছিন আলীকে কেন এ মামলায় আসামী বা সাক্ষী করা হয়নি অথবা ইয়াছিন আলীকে অব্যাহতির সুপারিশ কেন করা হলো দাখিলকৃত অভিযোগপত্রে তিনি কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। অপহরণ ও হত্যা মামলার মতো গুরুত্বপূর্ণ মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যাখ্যা করা তার দায়িত্ব ছিল। বিভাগীয় মামলাটি তদন্তকালে অভিযুক্ত সাবেক এসআই (নিঃ) এসএম মঈনুদ্দীন, চাটমোহর থানা, পাবনার বিরুদ্ধে উল্লিখিত মামলাটির তদন্তে গাফিলতি, কর্তব্য কর্মে অবহেলা, অদক্ষতা এবং অযোগ্যতার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

তৎপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত জনাব এসএম মঈনুদ্দীন, বিপি-৮০০৬১০৫৮৩১, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক গত ১২-০৪-২০২২ খ্রিঃ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থিত হয়ে মৌখিক বক্তব্য প্রদান করেন। তার বক্তব্য সন্তোষজনক নয়।

বিভাগীয় মামলার নথি ও তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন (Findings), ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য ও আনুষঙ্গিক রেকর্ড-পত্রাদি পর্যালোচনা করা হলো। পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত ও পুলিশ পরিদর্শক মুক্তিপণের টাকা চাওয়ার সিমের মালিককে তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রেফতার করলেও তার বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়ায় অর্থাৎ ঘটনার বহুদিন পূর্বেই ইয়াছিন আলীর মোবাইল হারিয়ে যাওয়ায় তার মোবাইলের সিম ব্যবহার করে অপহরণকারীরা বাদীর নিকট চাঁদা দাবি করেছিল বিধায় তাকে মামলার অভিযোগপত্র হতে অব্যাহতি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে অভিযোগপত্রে বিস্তারিত উল্লেখ করেননি।

জনাব এসএম মঈনুদ্দীন, বিপি-৮০০৬১০৫৮৩১, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে আনীত উপরোক্ত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩(খ) বর্ণিত **"অসদাচরণ"** এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের **"গুরুত্ব"** ও প্রকৃতি বিবেচনায় তাকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

এমতাবস্থায়, জনাব এসএম মঈনুদ্দীন, বিপি-৮০০৬১০৫৮৩১, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, অফিসার-ইনচার্জ, কালাই থানা, জয়পুরহাট (সাবেক এসআই/নিরস্ত্র, চাটমোহর থানা, পাবনা)'কে **"অসদাচরণ"**এর দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(২)(খ) মোতাবেক **"লঘুদণ্ড"** হিসেবে ০১ (এক) বছরের জন্য "বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা"র আদেশ প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি এ বিষয়ে কোনো প্রকার বকেয়া সুবিধাদি প্রাপ্ত হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০১.০০০০.৯৮৫.০০১.০১৫.২০২১-৪৮ (নথি) ১৪৯—জনাব মোঃ ইলিয়াস তালুকদার, বিপি ৮০০৮১২০৯৭৮, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, ডিএসবি, খুলনা (সাবেক অফিসার-ইনচার্জ, বামনা থানা, বরগুনা) এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অর্থাৎ গত ৩১-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখ কক্সবাজার জেলাধীন টেকনাফ থানা এলাকার শামলাপুর তল্লাশী চৌকিতে মেজর (অবঃ) সিনহা মোঃ রাশেদ খান এর সহযোগী/ক্যামেরাম্যান সাইদুল ইসলাম সিফাত (২২), পিতা- মোঃ নুরুল মোস্তফা, সাং-পশ্চিম সফিপুর, থানা-বামনা, জেলা: বরগুনা'র মুক্তির দাবিতে গত ০৮-০৮-২০২০ খ্রিঃ সকাল অনুমান ১১.৩০ ঘটিকা থেকে ১১.৪৫ ঘটিকার মধ্যে বামনা থানাধীন-থানা বিএনপি অফিসের সামনে সদর রোডের উপর তার আত্মীয়-স্বজন ও স্থানীয়রা এক মানববন্ধন কর্মসূচীর আয়োজন করে। অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক মানববন্ধন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীদের সাথে অশোভনীয় শব্দ চয়ন করাসহ ইউনিফরর্ম পরিহিত একজন সহকর্মীকে লাঞ্ছিত করেন, যা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সোশ্যাল/প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছে। তিনি জনসম্মুখে ইউনিফর্ম পরিহিত সহকর্মীকে লাঞ্ছিত করে এবং মানববন্ধনকারীদের সাথে অশোভন শব্দ চয়ন করে অপেশাদার সুলভ আচরণ প্রদর্শন করেছেন।

এদতসংক্রান্তে অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর অধীনে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকার বিভাগীয় মামলা নং-১৯৫, তাং- ১৬-১১-২০২১ খ্রিঃ রুজু হয়।

অভিযোগ সংক্রান্তে প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন, অভিযুক্তের দাখিলকৃত কৈফিয়ত ও অভিযোগনামার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক রেকর্ড-পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে তা সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্ত করার জন্য জনাব আহমাদ মাঈনুল হাসান, বিপি-৮১১০১২৬৮৫৯, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ), পটুয়াখালী'কে তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন-"অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক প্রয়াত মেজর সিনহা এর সহযোগী সাইফুল ইসলাম সিফাত এর মুক্তির দাবীতে আয়োজিত মানববন্ধন ছত্রভঙ্গ করাকালীন জনসম্মুখে ইউনিফর্ম পরিহিত সহকর্মীকে লাঞ্ছিত করে বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেন এবং উক্ত বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ায় বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদারিত্ব নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দেয়। অফিসার ইনচার্জ হিসেবে অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শকের এ ধরনের কার্যক্রম শৃঙ্খলা পরিপন্থী, পেশাগত অদক্ষতা তথা অসদাচরণ মর্মে প্রতীয়মান হয়। তদন্তকালে অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীদের সাথে অশোভন শব্দচয়ন করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তবে ০৮-০৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখের মানববন্ধনের ভাইরাল হওয়া ভিডিও চিত্র পর্যবেক্ষণে অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক তার সহকর্মী এ এস আই (নিরস্ত্র)/ মোঃ নজরুল ইসলাম এর সাথে পোশাক পরিহিত অবস্থায় অশোভন আচরণ করার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছে। তার এরূপ বিধি-বর্হিভূত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-২(খ)এর (আ) এবং ২(খ) এর (উ) বিধির পরিপন্থী"।

তদন্ত প্রতিবেদন (Findings) এর প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক ব্যক্তিগত শুনানিতে হাজির হন। তিনি বলেন এএসআই নজরুল'কে ঘটনার সময় হাত দিয়ে সরাতে গিয়ে তার গায়ে হাত লাগে। ইচ্ছা করে তাকে চড়/থাপ্পর দেননি। তিনি অভিযোগের ঘটনাকে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি উল্লেখ করে নিজেকে নির্দোষ দাবি করতঃ তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতির প্রার্থনা করেন।

অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাদের রিপোর্ট এবং অনুসন্ধানকালে লিপিবদ্ধকৃত সাক্ষীদের জবানবন্দি, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদন(Findings), ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য ও আনুষঙ্গিক রেকর্ড-পত্রাদিসহ ফিজিক্যাল এভিডেন্স (প্রকাশ্যে ভাইরাল হওয়া ভিডিও চিত্র) বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হলো। পর্যালোচনায় অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক মানববন্ধন ছত্রভঙ্গ করাকালীন জনসম্মুখে মিডিয়ার উপস্থিতিতে পোষাক পরিহিত সহকর্মীকে থাপ্পর মারার বিষয়টি প্রমাণিত।

এক্ষণে, জনাব মোঃ ইলিয়াস তালুকদার, বিপি-৮০০৮১২০৯৭৮, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে আনীত উপরোক্ত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩(খ) বর্ণিত "অসদাচরণ" এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় তাকে "লঘুদণ্ড" প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এমতাবস্থায়, জনাব মোঃ ইলিয়াস তালুকদার, বিপি-৮০০৮১২০৯৭৮, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, ডিএসবি, খুলনা (সাবেক অফিসার-ইনচার্জ, বামনা থানা, বরগুনা)'কে "অসদাচরণ" এর দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(২)(ঘ) মোতাবেক **"লঘুদণ্ড"** হিসেবে "০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" এর আদেশ দান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে তিনি কোনো প্রকার বকেয়া সুবিধাদি প্রাপ্তি হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০১.০০০০.৯৮৫.০০১.০১৫.২০২৩ (নথি-০১)-১৫১—জনাব এ, কে, এম মিজানুল হক, বিপি-৭৫৯৯০৩১৭৫৭, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, লাইনওয়ার, গাজীপুর (সাবেক অফিসার ইনচার্জ, মিরপুর থানা, টাঙ্গাইল) এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অর্থাৎ তিনি টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার, অফিসার ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত থাকাকালে মির্জাপুর থানার এসআই(নিঃ)/ সোহেল কুদ্দুস'কে গত ২০-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ সাময়িক বরখাস্ত করা হলে তার নিকট হতে তদন্তাধীন মির্জাপুর থানার গুরুত্বপূর্ণ মামলার ডকেট জমা না নিয়ে ছাড়পত্র প্রদান করেন। ফলশ্রুতিতে মামলাসমূহ নিস্পত্তি করে বিজ্ঞ আদালতে যথাসময়ে দাখিল করা সম্ভব হয়নি। তার নিকট থাকা ০৭ টি মামলার মধ্যে (১) মামলা নং-০২, তারিখ-০৩-০৯-১৮, জিআর-২৫৫/১৮, ধারা-মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) এর ৯(ক)/১(ক)/২৩/২৬ এর ডকেট খসড়া মানচিত্র এবং সূচিপত্র ব্যতিরেকে নভেম্বর/১৯ মাসে কোর্টে জমা দেন, (২) মামলা নং-১৩, তারিখ-০৯-০৬-১৮, জিআর-

১৪৮/১৮ ধারা-বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫-বি১ বি/২৫ এর তদন্ত নিস্পত্তি করে বিজ্ঞ আদালতে আলামতসহ ডকেট জমা দেননি। অথচ উক্ত মামলাটি মির্জাপুর থানার অভিযোগপত্র নং-৩২১, তারিখ-১৫-১২-২০১৮ খ্রিঃ, ধারা-১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫-বি এর ১(বি)/২৫-ডি মূলে দাখিল করেন মর্মে থানার মূলতবি মামলার তালিকা হতে খারিজ দেখানো হয়। এক্ষেত্রে তিনি অফিসার ইনচার্জ হিসেবে মামলা নিস্পত্তি না হওয়ার পরও মিথ্যা বা ভুলতথ্য উপস্থাপন করেছেন। এই মামলাসহ অবিশিষ্ট ০৬ টি মামলার ডকেট এবং ০১ টি মামলার মানচিত্র এবং সূচিপত্র কোর্টে প্রেরণ করা হয়নি মর্মে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। মামলার প্রয়োজনীয় তথ্য না দেয়ায় বিজ্ঞ আমলী আদালত বিভিন্ন তারিখে ০৩ টি মামলার বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যাসহ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অফিসার ইনচার্জ, মির্জাপুর থানা'কে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বিজ্ঞ আদালতের আদেশনামা (অর্ডারশীট) বারবার প্রাপ্ত হলেও বর্ণিত মামলাগুলোর তদন্ত প্রতিবেদন বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় বিজ্ঞ আদালত তার নামে আদেশনামা (অর্ডারশীট) ইস্যু করেন। এতে বিজ্ঞ আদালতে বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।

দ্বিতীয়তঃ গত ১৯-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ এসআই (নিঃ)/ সোহেল কুদ্দুস মির্জাপুর থানায় কর্মরত থাকাকালীন রাত্রি অনুমান ২০.৩০ ঘটিকার সময় কুমুদিনী হাসপাতালে অপমৃত্যু ঘটনা সংক্রান্তে তদন্ত করার জন্য রওনা হন। তিনি অফিসার ইনচার্জ, মির্জাপুর থানা কিংবা ডিউটি অফিসারকে না জানিয়ে সাদা পোশাকে কয়েকজন লোক নিয়ে গেরামারা উত্তর পাড়া সাকিনস্থ জনৈক আলমাস এর বাড়ীতে গেলে ডাকাত সন্দেহে চিৎকার করে আশেপাশের লোকজন নিয়ে সোহেল কুদ্দুসসহ সকলকে আটক করেন। পরবর্তীতে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোঃ মোশাররফ হোসেন এর নেতৃত্বে অফিসার ফোর্স প্রেরণ করলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় এসআই (নিঃ) / সোহেল কুদ্দুসসহ তার সাথে থাকা আটককৃত লোকজনকে থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করেন। বিষয়টি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এবং সামাজিক গণমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় তোলে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশি সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন ঘটনাসহ যেকোনো ধরনের সহিংসতার বিষয় ডিএসবি ম্যানুয়াল অনুযায়ী অফিসার-ইনচার্জ নিজ হাতে লিখে সাপ্তাহিক গোপনীয় প্রতিবেদনে দাখিল করার নিয়ম থাকলেও পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নসহ আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে এমন ঘটনা গত ২০-২৬ জানুয়ারী ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেননি।

তৃতীয়তঃ গত ০৬-০২-১৯ খ্রিঃ তারিখ এএসআই (নিরস্ত্র)/ মোশরাফিকুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ সাদা পোশাকে মির্জাপুর থানা এলাকায় ওয়ারেন্ট তামিল ও মাদক উদ্ধারের জন্য রওনা হন। কালিয়াকৈর থানাধীন 'শিলাবৃষ্টি' ফিলিং স্টেশনের সামনে থেকে কালিয়াকৈর থানার এএসআই (নিঃ)/আব্দুল্লাহ আল মামুন এর সাথে যোগসাজসে একটি প্রাইভেটকারসহ ০৩ জনকে আটক করে ধেরুয়া রেলওয়ে ওভারব্রীজের নিচে এসে তাদের নিকট চাঁদা দাবী করেন। এ সংক্রান্তে কালিয়াকৈর থানার মামলা নং-২০, তারিখ- ০৮-০২-২০১৯ খ্রিঃ, ধারা ৩৪২/৩৬৫/৩৮৭/১৭০ পেনাল কোড রুজু হয়। উপরোক্ত ঘটনায় মির্জাপুর থানা এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। বর্ণিত ঘটনায় অফিসার-ইনচার্জ হিসেবে থানায় কর্মরত অফিসার-ফোর্সের প্রতি তার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিগত তদারকির যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে এবং অফিসার-ইনচার্জ হিসেবে তার কর্তব্যকর্মে চরম অবহেলা, গাফিলতি, ব্যর্থতা, পেশাদারিত্বের অভাব ও উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। ডিএসবি ম্যানুয়াল অনুযায়ী অফিসার-ইনচার্জ নিজ হাতে লিখে সাপ্তাহিক গোপনীয় প্রতিবেদন দাখিল করার নিয়ম থাকলেও ০৪ টি সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে অফিসার-ইনচার্জ এর হাতের লেখার গরমিল পরিলক্ষিত হয়।

চতুর্থতঃ তিনি জুন/২০১৯ মাসের মাসিক অপরাধ সভায় মূলতবি মামলার সংখ্যা দেখান ৯৩ টি, রেকর্ডপত্রে দেখা যায় মুলতবি থাকা মামলা সংখ্যা ১২১ টি যাতে মামলার পার্থক্য থাকে ২৮ টি (যা কোর্টের মাধ্যমে জানা যায়)। ইতিমধ্যে ০৬ টি মামলা খতিয়ান বহিতে খারিজ দেখিয়ে ডকেট কোর্ট-এ প্রেরণ করলেও অপর ২২ টি মামলা খারিজ দেখালেও মামলার ডকেট কোর্টে প্রেরণ করেননি। তিনি উপরোক্ত ঘটনায় অফিসার-ইনচার্জ হিসেবে মাসিক অপরাধ সভায় মামলা নিস্পত্তি সংক্রান্ত ইচ্ছাকৃত সঠিক তথ্য উপস্থাপন না করে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

এতদ্‌বিষয়ে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর অধীনে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকার বিভাগীয় মামলা নং-৭০, তারিখ-২৭-০৪-২০২২ খ্রিঃ রুজু করা হয়। আলোচ্য বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগনামা ও অভিযোগের ধারাবিবরণী অভিযুক্ত কর্মকর্তার প্রতি জারি করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি লিখিত জবাব দাখিল করতঃ গত ১৭-০৪-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানিতে হাজির হন। তার বক্তব্য শ্রবণ করা হয়। তিনি বলেন-তিনি পরিস্থিতির শিকার। থানায় বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে অনিচ্ছাকৃত তার কিছু ভুল-ত্রুটি হয়েছে মর্মে স্বীকার করেন। তিনি ক্ষমা চেয়ে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

নথিতে যুক্ত এসআই সোহেল কুদ্দুস আটক এর বিষয়ে গঠিত অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায়, টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার এসআই (নিঃ)/ মোঃ সোহেল কুদ্দুস গত ১৯-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ রাত্রী ২০.৩০ ঘটিকায় মির্জাপুর থানার জিডি নং ৮০২, তারিখ ১৯-০১-২০১৯ খ্রিঃ মূলে মির্জাপুর থানাধীন কুমুদিনী হাসপাতালে অপমৃত্যুর ঘটনা তদন্তের জন্য রওনা হন। কিন্তু তিনি অপমৃত্যুর ঘটনা তদন্ত না করে জিডিতে নোট না দিয়ে এবং অফিসার-ইনচার্জকে অবগত না করে থানার বাবুর্চী ও অন্যান্য পাবলিক নিয়ে মাদক উদ্ধারে গিয়ে জনসাধারণ কর্তৃক আটক হওয়ায় থানার অফিসার ফোর্সের প্রতি অফিসার-ইনচার্জের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিগত তদারকির যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। অপমৃত্যুর ঘটনা সংক্রান্তে কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করা সত্বেও অফিসার-ইনচার্জ তার বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন, কৈফিয়ত ও অভিযোগনামার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড-পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, অফিসার ইনচার্জ হিসেবে অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক জনাব এ কে এম মিজানুল হক তার থানায় কর্মরত অন্যান্য অফিসার ও ফোর্সের বিভিন্ন কার্যক্রম

নিয়ন্ত্রণে যথোপযুক্ত তদারকি করতে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট তথ্য উপস্থাপন করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শকের উল্লিখিত কার্যকলাপ দ্বারা এমন আচরণ প্রদর্শন করেছেন যা অকর্মকর্তাসুলভ, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলা, বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি , যা সার্বিক বিবেচনায় **"অসদাচরণের"** সামিল।

জনাব এ কে এম মিজানুল হক, বিপি-৭৫৯৯০৩১৭৫৭, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও রেকর্ড-পত্র পর্যালোচনায় প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) এ বর্ণিত **"অসদাচরণ"**এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় তাকে একই বিধিমালার বিধি-৪(১)(ক) এ বর্ণিত **"লঘুদণ্ড"** প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

এক্ষণে, জনাব এ কে এম মিজানুল হক, বিপি-৭৫৯৯০৩১৭৫৭, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, লাইনওয়ার, গাজীপুর (সাবেক অফিসার-ইনচার্জ, মির্জাপুর থানা, টাঙ্গাইল)'কে **"অসদাচরণ"** এর দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(২)(ঘ) মোতাবেক **"লঘুদণ্ড"** হিসেবে ০১ (এক) বছরের জন্য **"বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ"** এর আদেশ প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি এ বিষয়ে কোনো প্রকার বকেয়া সুবিধাদি প্রাপ্ত হবেন না ।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এস এম রুহুল আমিন
অ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সদর কার্যালয়
(আইন শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ আগস্ট ২০২৩ খ্রিঃ

নং ০০৩.০০০০.০০৫.২১এ.৯৩-১১৪৩/১—সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ২৭ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে নরসিংদী জেলা যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটি পুনগঠন করা হলো:

চেয়ারম্যান

১	জেলা প্রশাসক, নরসিংদী

সদস্যবৃন্দ

২	পুলিশ সুপার, নরসিংদী
৩	নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, নরসিংদী।
৪	মেয়র , নরসিংদী পৌরসভা, নরসিংদী।
৫	জনাব মোঃ এ, এইচ, এম, জাহাঙ্গীর, পিতা: মোঃ হাতেম আলী, সভাপতি, নরসিংদী জেলা বাস মিনিবাস মালিক সমিতি (যাত্রীবাহী সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির প্রতিনিধি)।
৬	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ, পিতা: মৃত মোঃ আব্দুল মালেক মাস্টার, সভাপতি, নরসিংদী জেলা ট্রাক মালিক সমিতি (মালবাহী সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির প্রতিনিধি)।
৭	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পিতা: মৃত কাসেম আলী, সাধারণ সম্পাদক, নরসিংদী জেলা বাস মিনিবাস মাইক্রোবাস কোচ শ্রমিক ইউনিয়ন (যাত্রীবাহী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিনিধি)।
৮	জনাব মোঃ জাকির হোসেন মৃধা, পিতা: আঃ লতিফ মৃধা, সাধারণ সম্পাদক, নরসিংদী জেলা ট্রাক, ট্যাংকলরী ও কাভার্ডভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (মালবাহী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন এর প্রতিনিধি)।
৯	জনাব প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, পিতা: ছাদত আলী, ঠিকানা: ৫৬/২ বিলাসদী, ডিসি রোড, সদর, নরসিংদী (যানবাহন ব্যবসার বহির্ভূত গণ্যমান্য ব্যক্তি)।
১০	জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন ভূইয়া লিটন, পিতা: হাজী মোঃ জিন্নাত আলী ভূইয়া, ঠিকানা: সাং-কান্দাইল, ডাকঘর-সাতগ্রাম, সদর, নরসিংদী (যানবাহন ব্যবসার বহির্ভূত গণ্যমান্য ব্যক্তি)।

সদস্য সচিব

১১	সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ)/মোটরযান পরিদর্শক, বিআরটিএ, নরসিংদী সার্কেল, নরসিংদী।

০২।এ কমিটি সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-তে বর্ণিত এবং সময়ে সময়ে সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব পালন ও বিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

০৩।এ কমিটির বেসরকারি সদস্যদের কার্যকাল দায়িত্বভার গ্রহণের তারিখ হতে ০২ (দুই) বছর পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

০৪।গঠিত কমিটিকে প্রতি ৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে একবার সভা করে তার কার্যবিবরণী চেয়ারম্যান, বিআরটিএ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

নুর মোহাম্মদ মজুমদার
চেয়ারম্যান।

কর কমিশনারের কার্যালয়
কর আপীল অঞ্চল, রাজশাহী।

অফিস আদেশ

তারিখ: ৩০ আগস্ট ২০২৩ খ্রিঃ

নং-১-ই-২/২০২৩-২০২৪/২১৯—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকার নথি নং-০৮.০১.০০০০.০১৯.১৯.০০৩.২২/১৭০ তারিখ: ২০-০৮-২০২৩ খ্রিঃ মোতবেক নিম্নবর্নিত কর্মকর্তাকে অদ্য

৩০-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অপরাহ্নে এই কর আপীল অঞ্চলের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল এবং বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হইল।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	যে অফিসে কর্মরত ছিলেন	যে অফিসে যোগদান করিবেন
১	জনাব মোঃ রবিউল হাসান প্রধান, অতিরিক্ত কর কমিশনার (চঃ দাঃ)	আপীলাত রেঞ্জ-১ রাজশাহী, কর আপীল অঞ্চল-রাজশাহী	পরিদর্শী রেঞ্জ-২ কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা।

মনোয়ার আহমেদ
কর কমিশনার (চঃ দাঃ)।

কর কমিশনার কার্যালয়
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম।

অফিস আদেশ

তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪৩০/৩১ আগস্ট ২০২৩ খ্রিঃ

নং-২-ই/চট্ট-২/২০২৩/৪৩৬—জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-০৮.০১.০০০০.০১৯.১৯.০০৩.২২/১৭০(১-১৪), তারিখ: ২০-০৮-২০২৩ এর মাধ্যমে বদলীকৃত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে নতুন কর্মস্থলে যোগদানের জন্য অদ্য ৩১-০৮-২০২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে এ কর অঞ্চলের দায়িত্বভার হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	বদলি/পদায়নকৃত কর্মস্থল
১	জনাব মোঃ নজরুল আলম চৌধুরী অতিরিক্ত কর কমিশনার	পরিদর্শী রেঞ্জ-২, কর অঞ্চল-৯, ঢাকা

ড. মোঃ সামছুল আরেফিন
কর কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা।
মাঠ প্রশাসন শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ: ২৬ শ্রাবণ ১৪৩০/১০ আগস্ট ২০২৩

নং ০৫.৪৪.০০০০.০০৬.৬৪.০০১.২২.১৯৫—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ৩১-০৭-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৩২.১৯.০০৫.২২.৫৭৬ নং প্রজ্ঞাপনে জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ (৬৭৭৬), অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, খুলনাকে আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালক পদে বদলিপূর্বক প্রেষণে নিয়োগ করা হয়েছে। বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের জন্য উল্লিখিত কর্মকর্তাকে অদ্য ১০-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অপরাহ্নে এ কার্যালয় থেকে অবমুক্ত করা হলো।

মোঃ হেলাল মাহমুদ শরীফ
বিভাগীয় কমিশনার।

অফিস আদেশ

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩০/১৪ আগস্ট ২০২৩

নং ০৫.৪৪.০০০০.০০৬.৫৭.০০১.১৮.১৯৬—বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদ্বয়কে তাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত কর্মস্থলে এতদ্বারা বদলি/পদায়ন করা হলো:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পরিচিতি নম্বর	বর্তমান কর্মস্থল	পদায়ন/বদলিকৃত কর্মস্থল	সংযুক্ত কর্মস্থল
১	জনাব আনোয়ার হোসেন (১৮৪১৩)	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ০৬-০৭-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৭.০২.০০১.২৩-২১৯ নং প্রজ্ঞাপনে এ কার্যালয়ে ন্যস্ত)	সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা
২	জনাব মাসুম বিল্লাহ্ (১৮৯১৬)	সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর	সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা	

২। ১নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তা গত ১৩-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে এ কার্যালয়ে যোগদান করেছেন। তাকে এ কার্যালয় থেকে কোনো বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হয়নি। তিনি অদ্য ১৪-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অপরাহ্নে এ কার্যালয় থেকে অবমুক্ত হবেন। তার বেতন/ভাতাদি প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা থেকে সম্পন্ন হবে।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আবু রাসেল
সিনিয়র সহকারী কমিশনার।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১ ভাদ্র ১৪৩০/১৬ আগস্ট ২০২৩

নং ০৫.৪৪.০০০০.০০৬.৫৭.০০১.১৮.১৯৭—বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে তার নামের পার্শ্বে বর্ণিত উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে এতদ্বারা নির্দেশক্রমে বদলি/পদায়ন করা হলো:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পরিচিতি নম্বর	বর্তমান কর্মস্থল	পদায়নকৃত/বদলিকৃত কর্মস্থল
১	জনাব মোছাঃ মমতাজ মহল (১৭৮২১)	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ২৩-০৭-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৯.১৯.০০৮.২০-২৯৯ নং প্রজ্ঞাপনে এ কার্যালয়ে ন্যস্ত)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা

২। বর্ণিত কর্মকর্তা গত ২৪-০৭-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে এ কার্যালয়ে যোগদান করেছেন। তাকে এ কার্যালয় থেকে কোন বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হয়নি। উক্ত কর্মকর্তা আগামী ১৭-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অপরাহ্নে এ কার্যালয় থেকে অবমুক্ত হবেন।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আবু রাসেল
সিনিয়র সহকারী কমিশনার।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৯ ভাদ্র ১৪৩০/২৪ আগস্ট ২০২৩

নং ০৫.৪৪.০০০০.০০৬.৫৭.০০১.১৮.২০৯—বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে তাঁদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে এতদ্বারা নির্দেশক্রমে বদলি/পদায়ন করা হলো:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পরিচিতি নম্বর	বর্তমান কর্মস্থল	পদায়নকৃত/বদলিকৃত কর্মস্থল
১	জনাব রাখী ব্যানার্জী (১৮০০৪)	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ০৯-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৯.১৯.০০৮.২০-৩২১ নং প্রজ্ঞাপনে এ কার্যালয়ে ন্যস্ত)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কচুয়া, বাগেরহাট
২	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (১৮০৪৯)	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ২৩-০৭-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৯.১৯.০০৮.২০-২৯৯ নং প্রজ্ঞাপনে এ কার্যালয়ে ন্যস্ত)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাগুরা সদর, মাগুরা
৩	জনাব মোঃ আসমত হোসেন (১৮২১১)	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৪-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৯.১৯.০০৮.২০-৩২৬ নং প্রজ্ঞাপনে এ কার্যালয়ে ন্যস্ত)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিতলমারী, বাগেরহাট

২। এ কার্যালয়ের গত ০৮-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ০৫.৪৪.০০০০.০০৬.১৮.০০১.২২.৪০৫ নং প্রজ্ঞাপনে জনাব রিপন বিশ্বাস (১৭৬৩৭), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, খোকসা, কুষ্টিয়াকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিতলমারী, বাগেরহাট এবং জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (১৮০৪৯), উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে, খোকসা, কুষ্টিয়ায় বদলির আদেশ নির্দেশক্রমে এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মাহেরা নাজনীন
সিনিয়র সহকারী কমিশনার।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ।
(রাজস্ব শাখা)

পুনঃগ্রহণ বিবিধ (রিজিউম) কেস নম্বর-০১/২০২৩-২৪

বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রায়পুর মৌজাস্থ এলএ কেস নম্বর-৩৫/১৯৬৫-৬৬ এর আওতায় ১৫.২৪ একর এবং এল এ কেস নম্বর-২৩/১৯৬৬-৬৭ এর আওতায় ৪.৩৭ একর মোট ১৯.৬১ একর ভূমি পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে অধিগ্রহণকৃত জমি বাংলাদেশ সরকার পক্ষে পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ নামে রেকর্ডভুক্ত হয়ে প্রচারিত হয়। সিরাজগঞ্জ শহরের সৌন্দর্য বর্ধন, যানযট নিরসন ও দুর্ঘটনা রোধকল্পে সমগ্র জেলার কল্যাণের স্বার্থে মিরপুর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ও রেকর্ডকৃত ভূমি মধ্য হতে আর এস ১৩ নম্বর খতিয়ানের আর এস ৮০২৭, ৮০৫৩, ৪৫৬৪ নম্বর দাগে ৬.৪০ (ছয় দশমিক চার শূন্য) একর ভূমিতে ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ১১-০৪-২০২১ তারিখের জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের অনুমতি চেয়ে সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা বরাবর ১৬-০৩-২০২৩ তারিখের ০৫.৪৩.৮৮০০.০২৪.০৬.০১.২৩.২২৫ নম্বর স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক ৩১-০৫-২০২৩ তারিখের ৪২.০১.০০০০.২০৩.৩৪.০১১.২৩.৩১৯ নম্বর স্মারকে তপশীল সম্পত্তি

জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ বরাবর সমর্পনের সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। সে প্রেক্ষিতে নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ ১৮-০৬-২০২৩ তারিখের এল-১/২১৮৬ নম্বর স্মারকে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল ১৯৯৭ এর ৭৮ নম্বর অনুচ্ছেদ মতে জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ বরাবর সমর্পণ করে যৌথ জরিপের মাধ্যমে বুঝে নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল ১৯৯৭ এর ৭৮ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক "অধিগৃহীত কোন সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে অধিগৃহীত সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হলে বা ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অন্য কোন প্রকল্পে প্রয়োজন না হলে কিংবা অন্য সংস্থা বরাবর হস্তান্তরের প্রয়োজন না হলে উক্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর নিকট সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে। জেলা প্রশাসক এইরূপ সমর্পিত সম্পত্তি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পুনঃগ্রহণক্রমে সরকারি খাসে আনযন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র সংশোধন করিয়া লইবেন'।

সেহেতু, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রায়পুর মৌজাস্থ ৩৫/১৯৬৫-৬৬ ও ২৩/১৯৬৬-৬৭ নম্বর এলএ কেসমূলে পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ এর অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত ও রেকর্ডকৃত আরএস ১৩ নম্বর খতিয়ানে ৮০২৭,৮০৫৩ ও ৪৫৬৪ নম্বর দাগে মোট ৬.৪০ (ছয় দশমিক চার শূন্য) একর সম্পত্তি জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ বরাবর নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ কর্তৃক ১৮-০৬-২০২৩ তারিখের এল-১/২১৮৬ নম্বর স্মারকে সমর্পণের প্রেক্ষিতে "স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল ১৯৯৭ এর ৭৮ নং অনুচ্ছেদ" মোতাবেক পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) করা হলো এবং পুনঃগ্রহণকৃত উক্ত সম্পত্তির যাবতীয় রেকর্ডপত্র সংশোধন করে ০১ নম্বর খাস খতিয়ানভুক্ত করার আদেশ প্রদান করা হলো। সংশ্লিষ্টদের রেকর্ডপত্র সংশোধনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মীর মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
জেলা প্রশাসক।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়

সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০২৩

নং ০৫.৪১.৬৭০৪.০০১.১০.০০৮.২৩-৪৭১(০৯)—জনাব মোঃ আব্দুছ ছামাদ, সদস্য ০৯নং ওয়ার্ড, মোগরাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ গত ১৯-০৮-২০২৩ খ্রিঃ ০৪ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ রোজ শনিবার রাত ০৮.০০ ঘটিকায় মৃত্যুবরণ করায় (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫ (ঙ) উপধারা অনুযায়ী তার পদ শূন্য হওয়ায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ আইন), ৩৫(২)(১) অনুযায়ী আমার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি মোঃ রেজওয়ান-উল-ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ সকলের অবগতির জন্য এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, ১৯-০৮-২০২৩ খ্রিঃ/০৪ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ তারিখ হতে মোগরাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের ০৯নং ওয়ার্ডের সদস্য পদটি শূন্য ঘোষণা করা হলো।

মোঃ রেজওয়ান-উল-ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।